সাধক-সঙ্গীত।

(শ্যামা বিষয়ক পদাবলী)

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীশ্রীকালী

শরণং।
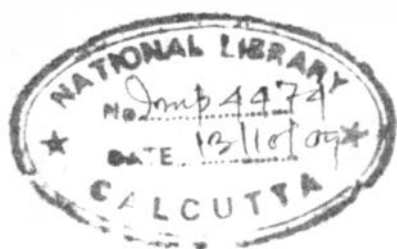
সৃষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবত।১।২।৫

মা যে আমার বিশ্বরূপা,
রূপ বর্জ্জিত অরূপা;
কালী রূপের নাহি সীমা,
অন্ধ-গুলায় দেখে কাল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়

৺রায় গোলোক চন্দ্র সিংহ

পিতৃদেব মহাশয়ের স্বর্গীয় চরণ উদ্দেশে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ

করিলাম।

সাধক-সঙ্গীত।

[শ্যামাবিষয়ক পদাবলী।]

প্রথম ভাগ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩০৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

সাধক-সঙ্গীত, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ ছিল। এবার যথাসাধ্য তাহা সংশোধন করিয়াছি। তদতিরিক্ত ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এবার বঙ্গীয় শাক্ত সম্প্রদায়ের চূড়ামণি-সাধক শিরোমণি-"সর্ব্ববিদ্যা" সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জীবন চরিত গ্রন্থারম্ভে সংযোজিত হইয়াছে।

দেশময় একটী ভ্রম প্রচলিত আছে যে, "রামপ্রসাদী সঙ্গীত" সমস্তই রামপ্রসাদ সেনের রচিত। এবার ইহা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রামপ্রসাদী সঙ্গীতের অধিকাংশ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রামপ্রসাদ সেনের রচিত হইলেও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য ব্যক্তির রচিত সঙ্গীতও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সেন গৃহী ও ব্রহ্মচারী গৃহত্যাগী ছিলেন, এজন্য ব্রহ্মচারী স্বীয় সঙ্গীতে বলিয়াছেন।

"ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী;
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষামাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না।"

সেন পশ্চিম বঙ্গবাসী ও ব্রহ্মচারী পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। ব্রহ্মচারী কোন কোন সঙ্গীতে এরূপ বাক্য কিম্বা পদ যোজনা করিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গ-বাসীর পক্ষে তাহার অর্থ উদ্ধার নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। তাহার একটি দৃষ্টান্ত "নিরাই শিকার"। বর্ষার জলে যখ[illegible]র্ব্ববঙ্গ প্লাবিত হইয়া যায়, তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী [illegible] লোকে "নিরাই * কালে" সামান্য পরিশ্রম দ্বারা বড় বড় রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্রহ্মচারী বলিতেছেন যে,

---

* নিরাই=নির্ব্বাত, নিষ্কম্প অবস্থা।

"যখন দিনে নিরাই করে,
শিকারী সব রয়না ঘরে ;
জাঠা বর্শা লয়ে করে,
নাও না পেলে তরে চলে।"

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

প্রথম সংস্করণে (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে) ৪৭০টী গীত মুদ্রিত হইয়াছিল, এবার সে স্থলে ৫৪৮টী গীত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় ভাগে বিবিধ ব্যক্তির (২৫।২৬ ব্যক্তির ন্যূন হইবে না) রচিত ২০০ গীত মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এবার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রামদুলাল, দেওয়ান নন্দকুমার, ও দেওয়ান রঘুনাথের সঙ্গীতই ২৭৯টী মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যক্তির রচিত সঙ্গীতও অধিক পরিমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, এজন্য তৎসমস্ত সাধক সঙ্গীতের তৃতীয়ভাগে সংযোজিত হইল।

প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের বিবিধ স্থলে একের রচিত সঙ্গীত অন্যের নামে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম গীতটী যাহা নবদ্বীপা-

ধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রচিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহা কলিকাতা গড়পার নিবাসী ৺ নীলমণি ঘোষ মহাশয়ের রচিত। এরূপ রাশি রাশি ভ্রম এবার সংশোধিত হইয়াছে। (তৃতীয় ভাগে দ্রষ্টব্য)।

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশভার সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন।

অবতরণিকা।

শক্তি উপাসনা আধুনিক নহে। আর্য্য জাতির প্রবল জ্ঞানোন্নতির সময়ে তাঁহারা মহাশক্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দশানন বধ জন্য এই মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন। প্রয়াগ নগরীর লাট প্রস্তরলিপি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে গুপ্তসম্রাট্‌বংশীয় নরপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি-উপাসক ছিলেন। কান্যকুব্জপতি মহেন্দ্রপালদেব ও তৎপুত্র বিনায়ক-পালপ্রদত্ত তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জপতি[illegible] প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন।

লক্ষ্মণসেন[illegible]

শতাব্দী পূর্ব্বে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রবল উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় আমাদের বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। শক্তি-উপাসক ব্রাহ্মণই বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। শক্তি-উপাসক দ্বারাই বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করত "চণ্ডী" কাব্য রচনা করিয়া মাতৃভাষার গলে অমূল্য হার পরাইয়াছেন। ইহার অল্প পরেই ময়মনসিংহনিবাসী নারায়ণদেব "পদ্মাপুরাণ" নামক আর এক খানা মহাকাব্য রচনা করেন। তৎপর বিগত শতাব্দীতে রামপ্রসাদ "কালীকীর্ত্তন" ও ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন। রামপ্রসাদ ও তাঁহা[illegible] পরবর্ত্তী শাক্তগণ যে সকল অমূল্য পদা-
[illegible]না করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা বাঙ্গালা
[illegible]বর সুগঠিত [illegible]রা

শক্তি।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।

(চণ্ডী)

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতস্বভাবা, (জগতের আদিকরণ) এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহা হইতে এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। যে অনাদি মূল শক্তি হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, বিজ্ঞানও তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। এই নিখিল জগতের মূলে যে অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য, অনন্ত, অজ্ঞেয় এক মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বন্ধুর পথে অহর্নিশ ভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাশক্তির অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন। * যে সময় হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি

* হারবার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন,—"There is an Infinite and Eternal Energy from which every thing Proceeds." স্পেন্সার এই মহাশক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞেয়

...র পিতৃপুরুষগণ বৃক্ষকোটরে বাস করিতে-
...লেন, সেই সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ জ্ঞান ও ভক্তির সরল মার্গে গমন করিয়া সেই মহাশক্তির দর্শন পাইয়াছিলেন।

উপনিষদের সময়ে আর্য্যগণ বুঝিতে পারিলেন, যে শক্তিতে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন,—যে শক্তিতে অগ্নি বিশ্ব দহন করিতে পারেন,—যে শক্তিতে পবন বিশ্ব বিলোড়ন করিতে পারেন, সেই সেই শক্তি তাঁহাদের নিজ শক্তি নহে; অন্য এক মহাশক্তি হইতে তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে সেই মহাশক্তি আর্য্যদিগকে "উমা হৈমবতী" রূপে দর্শন দিয়াছিলেন।

মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই মহাশক্তিকে বলিতেছেন।—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।

বলিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর মিল ইহাকে জড়শক্তি বিবেচনা করেন। ভক্তির অভাবই তাঁহার এরূপ বিবেচনার কারণ।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপাঽন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
(চণ্ডী)

তুমি ইচ্ছামাত্র এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ধারণ ও পালন করিতেছ, তুমি শেষে ইহাকে পুনর্ব্বার ধ্বংস কর। তুমি সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপা, পালনে স্থিতিরূপা ও অন্তে প্রলয়রূপা। তুমি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছ।

দানবভয়ে ভীত দেবগণ বলিতেছেন—"যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ইন্দ্রিয়সকলের ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির হেতু এবং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মশক্তিস্বরূপা ও চৈতন্যরূপা জগদ্ব্যাপিনী হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।" চণ্ডী।

অদ্বৈতবাদিগণ এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোড়ন করিয়া উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব অদ্বিতী[illegible] চিন্ময় পদার্থকে দ্রষ্টৃরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন[illegible] তন্নিম্নে তাঁহারই আশ্রয়ে দৃশ্যরূপে এই [illegible] বিশ্বের অনন্তশক্তির কেন্দ্রীভূত পদা[illegible]

করিয়া বিশ্বলীলার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। সাংখ্যকারও এই উপরিতন পদার্থকে পুরুষ ও অধস্তন পদার্থকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আরাধ্য—মহাশক্তি এতদুভয়ের বিশাল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। জড় অজড়, চর অচর—সমস্তই ইঁহার অনন্ত সত্তার অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং ইনিই নির্গুণ অবস্থায় তুরীয়, সগুণ অবস্থায় সত্ত্বরজস্তমোময়ী। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে বিনাশ সাধিত হয়।

শাক্ত।

এই মহাশক্তির উপাসকদিগকে শাক্ত কহে। ...ন্ত্রশাস্ত্রে সেই মহাশক্তির উপাসনাপ্রণালী সবিস্তর ...িত আছে। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রই শাক্তদিগের ... ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার অন্য নাম আগম শাস্ত্র। ...কগণ শক্তির (উপাস্য ভেদে) কালী,

তারা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

সাকার-উপাসকদিগের মধ্যে দুই প্রকার পূজা প্রচলিত আছে। মানসপূজা ও বাহ্যপূজা। হৃদয়ে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মন, বুদ্ধি, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে পুষ্প, গন্ধ, নৈবেদ্য, চন্দন, দীপ প্রভৃতি রূপে কল্পিত উপচারাদি দ্বারা পূজাকে মানস, আর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কিংবা ঘট স্থাপন করিয়া নৈবেদ্য, পুষ্প, স্নানীয় ও আচমনীয়াদি দ্বারা পূজাকে বাহ্যপূজা কহে। মানসপূজার অপর একটী নাম অন্তর্যাগ। ষট্‌চক্রভেদ শাক্তদিগের অন্তর্যাগ বা মানসপূজার প্রধান অঙ্গ। শাক্তদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়-বিভাগ আছে। সম্প্রদায়-বিশেষে মদ্যমাংসাদি দ্বারা শক্তির অর্চ্চনা ও পান ভোজন করিয়া থাকে।

শক্তি-উপাসকগণ দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভ
একটীকে বীরাচারী ও অপরটীকে পশ্বাচারী
যাহারা পূজার সময় মদ্যমাংসাদি ব্যবহ

তাহারা বীরাচারী, আর যাহারা তাহা করে না তাহারা পশ্বাচারী। কিন্তু বলিদান * উভয় সম্প্রদায়েতেই আছে।

কুলার্ণবতন্ত্রে ঐ দুই প্রধান আচারকে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার প্রভৃতি সাত প্রকার আচারে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং প্রথম অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে শেষোক্ত আচারগুলি উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চলিয়াপন্থী, করারী, ভৈরব ও ভৈরবী প্রভৃতি আরও কয়েকটী শাক্ত সম্প্রদায় আছে। তাহাদিগকে বীরাচারীদিগের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

বীরচারীদের মধ্যে যত প্রকার সাধনা চলিত আছে, তন্মধ্যে ভৈরবীচক্র ও শবসাধনাই প্রধান।

---

* সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভেদে বলি দুই প্রকার। রক্তবর্জ্জিত বলিকে সাত্ত্বিক ও রক্তমাংসাদিযুক্ত বলিকে [illegible] কহে।

বেদাচার।

বেদাচারিগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া গুরুর নামান্তে "আনন্দনাথ" এই বাক্য উচ্চারণ করেন, পরে সহস্রদল পদ্মেতে ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করেন। এবং বীজমন্ত্র জপ করিয়া কলাশক্তির চিন্তা করেন।

বৈষ্ণবাচার।

বৈষ্ণবাচারী শাক্তগণ বেদাচারের নিয়মানুযায়ী কার্য্য করেন। কথনও মৈথুন ও তৎপ্রাসঙ্গিক কোন কথার আলোচনা, কিংবা হিংসা, নিন্দা, মাংসভোজন, কুটিলতা, রজনীতে মালা ও যন্ত্র স্পর্শ, করেন না।

দক্ষিণাচার।

দক্ষিণাচারীরা বেদাচারীদের মত ভগবতীর পূজা করেন। এবং রাত্রিযোগে বিজয়া করিয়া

তন্ময় হইয়া জপ করেন। যদিও ইহাদের বলি-দানের নিয়ম আছে, কিন্তু সাত্ত্বিক বলিই ইহাদের পক্ষে প্রশস্ত।

বামাচার।

বামাচারিগণ মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব ও খপুষ্প * দিয়া কুলস্ত্রীর পূজা করেন। মদ্যাদি দান ও সেবন বামাচারীদের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্যথা কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। ইঁহারা রাত্রিকালে উপাসনা করেন।

সিদ্ধান্তাচার।

সিদ্ধান্তাচারী শাক্ত নিয়ত পূজায় অনুরক্ত থাকেন। দিবাভাগে বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং রাত্রিকালে সাধ্যানুসারে ভক্তিমান্ হইয়া মদ্য দান ও পান করেন।

* স্ত্রীলোকের রজঃ।

কৌলাচার।

কৌলাচারীদের কোন নিয়ম নাই। স্থান, কাল ও কর্ম্মের কিছুমাত্র বিচার নাই। কৌলাচারীরা নানা বেশ ধরিয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন। তাঁহাদের বিষ্ঠা ও চন্দনে, গৃহে ও শ্মশানে কিছু মাত্র ভেদ জ্ঞান নাই।

চলিয়া পন্থী।

ইহাদের সাধনা-প্রণালী অনেকাংশে বামাচারীদের ন্যায়। ইহারা রাত্রিযোগে চক্র সাধনা করিয়া [illegible]ন; ইহাদের গুরুর নাম চক্রেশ্বর।

করারী বা কাপালিক।

করারীগণ ভগবতীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির (কালী, তারা, চামুণ্ডা প্রভৃতির) উপাসক। ইহারা নরবলি দিয়া উপাস্য দেবীর পূজা করেন।

ভৈরব ও ভৈরবী।

ইঁহারা কৌলাচারের মতে উপাসনা করেন। এবং গেরুয়া পরিধান, বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ ও কপালে সিন্দূর লেপন, এবং হস্তে ত্রিশূল লইয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইঁহারাও চক্রে প্রবেশ করেন।

ষট্‌চক্রভেদ।

দেহমধ্যস্থিত মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়া ও দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ী বিদ্য-মান আছে। ঐ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার অভ্যন্তরে চিত্রিণী-নাম্নী নাড়ী সূক্ষ্ম[illegible] বিরাজিত আছে। গুহ্যদেশে, লিঙ্গমূলে, নাভি-দেশে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে এবং ব্রহ্ম-স্থানে যথা-ক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রদল নামক সাতটি পদ্ম বা নাড়ীচক্র আছে। সুষুম্না নাড়ী মূলাধার হইতে যথাক্রমে ছয়টি চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-স্থানে সহস্রদলে যাইয়া

মিলিয়াছে। মূলাধার চতুর্দ্দল ; এই স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন ; এবং তাঁহার অমৃত-নির্গমনস্থানে মুখ সংলগ্ন করিয়া ভুজঙ্গরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন। স্বাধিষ্ঠান ষড় দল ; এই পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি অবস্থিতি করেন। মণি-পুর দশদল ; এই পদ্মের মধ্যে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল আছে। ইহাতে লাকিনী শক্তি স্থিতি করেন। অনাহত দ্বাদশদল ; এই পদ্মে দীপকলিকায় জ্যোতির্ম্ময় জীব ও কাকিনী শক্তি আছেন। বিশুদ্ধ ষোড়শদল ; এই স্থানে শাকিনী শক্তি বাস করেন। আজ্ঞা দ্বিদল ; ইহার মধ্য স্থানে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব বিরাজিত আছেন। এই পদ্মে হাকিনী শক্তির বাস। ইহার কিছু উর্দ্ধে প্রণবাকার পরমাত্মা আছেন। তাঁহার মস্তকোপরি চন্দ্রবিন্দু, তাহার উর্দ্ধদেশে শঙ্খিনী-নাম্নী নাড়ী, এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মস্থানে সহস্রার পদ্ম অধোমুখে অব-স্থিত আছে। এই সহস্রদল পদ্ম মধ্যে শিবস্থানে পরম শিব বাস করিতেছেন।

ষট্‌চক্রভেদ করিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে। প্রথমে শরীরস্থ বায়ুর সহযোগে অগ্নির গতি দ্বারা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করিবে। পরে ধ্যান-বলে তাহাকে চেতনা করিয়া চিত্রিণী নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পথ দিয়া ক্রমান্বয়ে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা প্রভৃতি ছয়টি পদ্ম এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা পদ্মস্থিত তিনটি শিবকে ভেদ করিয়া সহস্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগ সাধন করিবে। পরে উভয়ের সংযোগ দ্বারা যে পরমামৃত গলিত হইবে তাহা পান করিয়া পুনরায় উক্ত পথ দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবে।

দশমহাবিদ্যা।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দক্ষযজ্ঞে গমন করিবার জন্য ভগবতী দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করত মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শাক্তগণ মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার উপাসক আছেন। এই দশমহাবিদ্যার প্রসঙ্গে আমরা জনৈক মহাত্মার বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইনি সাধক-চূড়ামণি—

সর্ব্বানন্দঠাকুর "সর্ব্ববিদ্যা"।

রাঢ় প্রদেশে পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে জগজ্জননীর আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

একদা তিনি গঙ্গায় জপ করিতেছিলেন, তৎকালে এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইলেন যে, "ভবিষ্যতি ভবদ্বংশে বঙ্গে মেহার-সংজ্ঞকে।" (বঙ্গান্তর্গত মেহার নামক স্থানে তোমার বংশে সিদ্ধি হইবে।)

বাসুদেব পূর্ব্বোক্ত দৈববাণী শ্রবণে পুণ্যভূমি মেহার দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি স্ত্রী ও পুত্র শম্ভুনাথকে লইয়া মেহারে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে কায়স্থ-কুলজাত দাসবংশীয়গণ মেহারের অধিপতি "রাজা" ছিলেন। মেহাররাজ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বাসুদেবকে তথায় সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। এই সময়ে রাজা, গুরুর সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য একটি শূদ্রজাতীয়া দাসী প্রদান করেন। সেই দাসীর গর্ভে কালক্রমে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই পূর্ণানন্দ (বঙ্গবিখ্যাত পুনা দাদা)।

বাসুদেব কিছুকাল মেহারে বাস করত পূর্ণানন্দকে সঙ্গে লইয়া কামাখ্যায় গমন করেন।

তথায় ভগবতীর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া একদা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন জগজ্জননী তাঁহাকে বলিতেছেন,—"বৎস, কেন কষ্ট পাইতেছ, তোমার পৌত্রের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে।" এবম্প্রকার আদেশ শ্রবণে তিনি পুনর্ব্বার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "আমি যেন আমার পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শনে জীবন সফল করিতে পারি।" তদুত্তরে আদেশ হইল,—"তাহাই হইবে।" তদনন্তর তিনি পূর্ণানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস গৃহে গমন কর, আমার এ জীবনে কিছু হইল না। আমার পৌত্রের সিদ্ধি লাভ হইবে। এই তাম্রপত্রখানা তোমাকে দিলাম; ইহাতে মূলমন্ত্র লিখিত হইয়াছে। আমার পৌত্রগণ মধ্যে তুমি যাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা কর, তাঁহাকে এই তাম্রপট্ট প্রদান পূর্ব্বক আমার জীবন বৃত্তান্ত বলিয়া দিবে।" প্রভুর বাক্য শ্রবণে পূর্ণানন্দ নিতান্ত কষ্টের সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ণানন্দ কামাখ্যা

পরিত্যাগ করিলে, মহাত্মা বাসুদেব যোগবলে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

অনেকদিন পরে পূর্ণানন্দ মেহারে প্রত্যাগমন করিয়া শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যকে জ্ঞাত করিলেন যে, তাঁহার পিতা চিরকালের জন্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ দেখিলেন শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র বাণেশ্বর তৎকালে দশবর্ষীয় বালক। পুনর্ব্বার তাঁহার পত্নী অন্তঃস্বত্বা হইয়াছেন। অল্পকাল পরে সেই গর্ভে শম্ভুনাথের দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাতঃস্মরণীয় সর্ব্বানন্দরূপী বাসুদেব। শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠপত্র অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বসাধারণে পরিচিত হইলেন। "আগমাচার্য্য" উপাধি দ্বারা অদ্যাপি তিনি আমাদের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র সর্ব্বানন্দঠাকুর বাল্যকালে একটি হস্তিমূর্খ বলিয়া পরিচিত হইলেন। তিনি সাধারণের নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র

ছিলেন। কিন্তু পূর্ণানন্দ উভয় ভ্রাতাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।" তাঁহারা তাঁহাকে "পূণাদাদা" বলিয়া ডাকিত।

পণ্ডিত ও মূর্খ উভয় পুত্রের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া শম্ভুনাথ স্বর্গারোহণ করিলেন। কালক্রমে সর্ব্বানন্দের পত্নী এক পুত্র প্রসব করেন। এই বালক শিবনাথ আখ্যা প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ আগমাচার্য্য রাজসভায় গমন করেন। সংসারের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে। কনিষ্ঠ সর্ব্বানন্দ দিনে বেশ্যার গৃহে বসিয়া মদিরা পান করেন, আর রজনীতে গৃহে আসিয়া স্বীয় পত্নীর গঞ্জনারূপ মধুর রস পান করিয়া জীবনযাপন করেন। পত্নীর গঞ্জনায় অস্থির হইয়া একদা (পৌষমাসের সংক্রান্তির দিবস প্রাতে) প্রাতঃস্নান করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন। মেহাররাজ গুরুপুত্রকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বহস্তে আসন প্রদান করত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বানন্দও রাজপ্রদত্ত আসনে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার একপার্শ্বে উপ-

বিষ্ট হইলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বানন্দকে নানা প্রকার উপহাস বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মেহাররাজ তৎশ্রবণে বলিলেন, "আপনারা আমার সাক্ষাতে গুরুপুত্রকে কেহ কিছু বলিবেন না। আমি গুরুনিন্দা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না।" তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্, আমরা তাঁহার নিন্দা করিতেছি না; আপনি একটি কথা মাত্র শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ঠাকুর! বলুন দেখি অদ্য কি তিথি।" সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "অদ্য পূর্ণিমা।" (সেই দিবস অমাবস্যা ছিল)। ব্রাহ্মণগণ "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজা মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গুরুকুমার! আর আপনি আমার সভায় আসিবেন না, যখন যাহার প্রয়োজন হয়, অন্য লোক দ্বারা সংবাদ দিলেই আমি তাহা পাঠাইয়া দিব।" জ্যেষ্ঠ আগমাচার্য্যও নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্য দ্বারা কনিষ্ঠকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বানন্দ নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিলেন, (অর্থ) উপার্জ্জন না করিয়া আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না।

সর্ব্বানন্দ রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। এবং উত্তরীয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সুতীক্ষ্ণ-কাটারী-হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে মেহার যে নানাপ্রকার বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বানন্দ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনতিদূরস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক তাল বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

বৃক্ষের শিরে আরোহণ করিবামাত্র এক কাল-সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বানন্দকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ সেই সর্পের মস্তক আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ বল্লীতে (তালকাণ্ডে) ঘর্ষণ করত ছেদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় সর্ব্বানন্দ দর্শন করিলেন, সেই পাদপমূল-সন্নিহিত প্রদেশে এক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার বিভূতি-ভূষিত গাত্র, শান্তভাবা-

পন্ন। তাঁহার মস্তক জটামণ্ডলে শোভিত, লোচনযুগল লোহিতবর্ণ, তিনি কুসুম্ভ কুসুমের ন্যায় রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। সন্ন্যাসী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "হে মহাবল, হে সাহসসম্পন্ন বুধ, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা বৃক্ষশিরে আরোহণ করিয়াছ? কি সাধনাই বা ইচ্ছা কর। বৎস! আমার সন্নিধানে আগমন কর, অদ্য তোমার অভিলষিত বিষয় সকল সম্পন্ন হইবে।"

সর্ব্বানন্দ সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "ভগবন্! আমি বাসুদেবের পৌত্র ও শক্তুনাথের পুত্র, আমার নাম সর্ব্বানন্দ। আমি নিতান্ত মূর্খ। রাজসভায় অদ্য অমাবস্যার দিনে পূর্ণিমা বলিয়া যথোচিতরূপে ভৎর্সিত হইয়াছি, সেই তিরস্কারে বিদ্যার্থী ও লেখনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তালপত্র আহরণ জন্য বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলাম।"

তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! বিদ্যাশিক্ষার

এবং লিপিরই বা প্রয়োজন কি? আমি তোমাকে এরূপ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, যদ্দ্বারা তুমি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।” সেই ভক্তবৎসল সন্ন্যাসী (মহাদেব) সর্ব্বানন্দের কর্ণে ইষ্টমন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। তাহার অর্থ এইরূপঃ—“মেহার প্রদেশে নানারূপ অন্ধকারময় জীন বৃক্ষমূলে পৌষমাসের শেষ ভাগে শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে জগদম্বা প্রকাশিত হন। তুমি শবোপরি আরোহণ পূর্ব্বক সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবতীকে ধ্যান করিবে। তাহা হইলে ভগবতী তোমার সমস্ত বাসনা পূরণ ও অভিলষিত বরদান করিবেন।”

তদনন্তর সন্ন্যাসী তিরোহিত হইলেন। সর্ব্বানন্দ আশ্চর্য্য জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল তিনি এতকাল মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। যে অজ্ঞান-তিমির তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি গৃহে

গমন করিবেন, মনস্থ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ণানন্দের, সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আনন্দের সহিত "পূর্ণা দাদার" নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলেন। পূর্ণানন্দ বলিলেন, "এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি গৃহ হইতে আসিতেছি"; অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণানন্দ সেই তাম্রপত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখদেখি এই মন্ত্র তুমি সেই অবধৌত হইতে পাইয়াছ কিনা?" সর্ব্বানন্দ বলিলেন "ইহাই বটে।" পূর্ণানন্দ বলিলেন, "আর গৃহে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, দিবসের অবশিষ্ট ভাগ বন মধ্যে যাপন করিতে হইবে।" এই বলিয়া উভয়ে সেই বন মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রজনী সমাগত হইলে সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ জীন-মূলে গমন করিলেন। এবং যে স্থলে মাতঙ্গ মুনি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত "মাতঙ্গেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ পাতালগামী হইয়াছিলেন, সেই সুড়ঙ্গের উপরে পূর্ণানন্দ শয়ন করিয়া সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "আমার

পৃষ্ঠে আরোহণ করত নির্ভীক চিত্তে সেই মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হও। যখন ভগবতী উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, তখন তুমি আমাকে দেখাইয়া বলিবে, মাগো এই সুপ্তদাসের অভিলষিত বর প্রদান কর।" পূর্ণানন্দ এই কথা বলিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করত শবরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বানন্দ তাঁহার পৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট মন্ত্র জপে প্রবৃত্ত হইলেন।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। এই সময় সর্ব্বানন্দের হৃদয় হইতে একটি জ্যোতিঃপিণ্ড বহির্গত হইয়া বনভূমি আলোকিত করিল। সেই জ্যোতিঃ রবি-তেজের ন্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সুশীতল। সেই জ্যোতির মধ্যে জগজ্জননীর প্রতিবিম্ব প্রথমতঃ দৃষ্টিগোচর হইল। শনৈঃ শনৈঃ অবলোকন দ্বারা সর্ব্বানন্দ পূর্ণভাবে ইষ্টদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন :—

তন্মূর্ত্তিঃ পরমারূপা মহতী ভক্তবৎসলা।
ঈষদ্ধাস্যাম্বুজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা।

সদা দয়ার্দ্রহৃদয়া সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদা।
ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী শাস্তানাং শান্তিদায়িনী।
জবাকুসুমসঙ্কাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
পদ্মাননা পদ্মহস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচনা।
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা।
সর্ব্বানন্দকরী সা তু সর্ব্বানন্দমুবাচ হ॥

ভগবতী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "বৎস! অদ্য হইতে তুমি আমার 'নিয়ত পুত্র' হইলে, তুমি যখন যাহা মনে করিবে, তাহাই সম্পাদন করিব। শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।" দেবীর বাক্য শ্রবণানন্তর মহাত্মা সর্ব্বানন্দ শবাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

স্তোত্রম্।

যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং,
যন্মায়াপরিমোহিতা হরিহরব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ।
যস্যা ঈষদনুগ্রহাৎ করগতং যদ্যোগিগম্যং ফলং,
তুচ্ছং যৎপদসেবিনাং হরিহরব্রহ্মত্ব-মস্তৈ নমঃ॥১॥

বেদো ন যৎপারমুপৈতি মাতঃ নৈবাগমো ন প্রমথাধিপশ্চ ।
কস্মান্নরঃ ক্ষীণমতিস্তবাম্ব । তদ্রূপসম্ভাবনতৎপরঃ স্যাৎ ॥২॥
যত্তেজসো মণ্ডলমধ্যসংস্থা হরাদয়ঃ কোটিদিবাকরাভাঃ ।
বিভান্তি পূর্ণেন্দুসমীপসংস্থা-স্তারা যথা ব্যোমতলেঽপ্যজস্রাঃ ॥৩॥
যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা যা পুংস্বরূপা চ কলত্ররূপা ।
যা কামমগ্না পরিভগ্নকামা তস্যৈ নমস্তে-স্তনন্তমূর্ত্ত্যৈ ॥ ৪ ॥
ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরাননস্ত্বং ত্বমেব সর্ব্বঃ পবনস্ত্বমেব ।
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশলাঞ্ছনস্ত্বং ত্বমেব সৌরি-স্ত্রিদশাস্ত্বমেব ॥ ৫
ত্বং ভূতলস্থাখিলযজ্ঞকর্ত্রী ত্বং নাকসংস্থাখিলযজ্ঞভোক্ত্রী ।
ত্বমেব তুষ্টাখিলমুক্তিদাত্রী ত্বমেব রুষ্টা ত্রিজগন্নিহন্ত্রী ॥ ৬ ॥

সংসারোঽয়মসার এব সততং দুঃখপ্রদো দেহিনাং
কিন্তু জ্ঞানভৃতাঞ্চ মাতরনিশং জ্ঞানাগ্নিসন্ধানকৃৎ ।
সোঽয়ং ত্বচ্চরণাম্বুজৈককৃপা যস্মিন্ পশৌ জায়তে
সারাৎসারতরঃ সমস্তসুখদো জ্ঞানাগ্নিসংবর্দ্ধনঃ ॥ ৭ ॥
ন হি স্বেচ্ছাসাধ্যো জনয়ি সুখদুঃখে খলু নৃণাং
ভবেত্তাং যন্দুর্গে পততি নর ইচ্ছাবিরহিতে ।
অতো নাহংকর্ত্তা হরিরপি জগৎপালনপরো
মহেশো ব্রহ্মাপি ত্রিভুবনজননে ত্বং হি নিভরাং ॥ ৮ ॥
ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগতাং হি স্থিত্রী ত্বং সর্ব্বমাতা সকলস্য ধাত্রী ।
ত্বং বেদরূপাখিলবেদবাচ্যা ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সকলপ্রকাশ্যা ॥৯॥

ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাং ত্বং বৈষ্ণবানাং পুরুষঃ প্রধানং।
ত্বং কৌলিকানাং পরমা হি শক্তি-স্ত্বমেব তেষামপি দিব্যভক্তিঃ।১০

যে যোগিনো মুনিগণাঃ পরিহৃত্য সর্ব্বং
ধ্যায়ন্তি মাতরনিশং তব পাদপদ্মং।
তেঽপি ত্বদীয়চরণং যুগকোটিকল্পা-
ন্নালোকয়ন্তি কিমহো লঘুজীবিনস্তৎ ॥ ১১ ॥
জ্ঞাত্বাপি তৎ তব পদাম্বুজসেবনার্থ-
মুদ্বেগিনঃ পরিজনস্য চ যুক্তিরেব।
সংসারসাগরতরিস্তব পাদপদ্মং
নাস্তবদন্তি গুরবঃ শ্রুতয়স্তথান্তে ॥ ১২ ॥

বাধন্তে খলু তাবদেব রিপবঃ পাপানি দুষ্টগ্রহাঃ
যাবন্ন ব্রজতি ক্ষণঞ্চ হৃদয়ং মাতস্ত্বদীয়ে পদে।
যাতে তত্র হৃদি প্রযান্তি সখিতামেতে সমস্তাঃ পুনঃ
তস্মাত্তেঽপি ন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্যমেতত্তব ॥ ১৩ ॥
কিংবা রত্নসহস্রমণ্ডিতগবীলক্ষস্য দানোত্তমৈঃ
পুণ্যৈশ্চাপি তথাশ্বমেধনিবহৈঃ কাশ্যাদিবাসৈরপি।
কিংবা কোটিসহস্রকল্পকলিতৈর্ধ্যানৈস্তথা যোগতঃ
মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজে যদি মনঃ ক্ষণঞ্চ বিশ্রাম্যতি ॥ ১৪ ॥
ব্যর্থং ত্বৎপদসেবিনোঽতুলমহৈশ্বর্য্যার্থমুদ্বেগিন-
স্তেষাং তত্ত্ব বিনিশ্চিতং যত ইতি ত্বং রাজরাজেশ্বরী।

কিন্তে, তস্ম হি দূষণং খলু নৃণাং স্বমায়য়া মোহিতা
ব্রহ্মশ্রীহরিশঙ্করপ্রভৃতয়ো ব্যর্থং সমুদ্বেগিনঃ ॥ ১৫ ॥
স্তাব্যং নেদৃশমুত্তমং তদ্ভুতাং যথাঙ্ মনোদুর্গমং
মত্তাত্মা নমিতঃ স্বয়ং পরিমিতং তদ্রূপমাসাদিতং।
তচ্চ শ্রীহরিপদ্মজত্রিনয়নৈরগ্রাহ্যতেজোঽভবৎ
তস্মাত্তৎ পরমং পরাৎপরতরং সম্ভাবয়ামো বয়ং ॥ ১৬ ॥
ঈশাদ্যাঃ পরিচারকাঃ সুবিমলং পাদ্যঞ্চ মূলং জলং
চার্ঘ্যং তস্মনসঃ সুধাচমনকে গন্ধশ্চ তত্ত্বং পরং।
পুষ্পাণীন্দ্রিয়রাশয়ো বহুবিধো ধূপশ্চ বায়ুস্তথা।
তেজো দীপ ইদং পরাত্মসদনে ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণস্তথা ॥ ১৭ ॥
পেয়শ্চামৃতসাগরঃ সুলিলতং মাংসঞ্চ তুল্যং গিরে-
শ্চন্দ্রকামরদর্পণে শশিমরুত্তীকাংশবঃ শোভিতাঃ।
ঘণ্টানাহতজধ্বনির্বিরচিতাঙ্গস্থানি চাঙ্গৈস্তথা
তাম্বূলং পরিচারিকাবিরচিতং গন্ধাক্তমণ্ডলং ॥ ১৮ ॥
বাদ্যঞ্চামৃতমুত্তমং বহুবিধং যোগীন্দ্রচেতোহরং
নৃত্যং গীতমপীদৃশং সুললিতং গন্ধর্বকন্যাদিভিঃ।
মকাধঃস্থিতপদ্মজত্রিনয়নস্তোত্রং বিভিন্নাধ্বগং
উচ্ছিষ্টাংশকভৈরবাদিকৃতিনা-মানন্দকোলাহলঃ ॥ ১৯ ॥
ঊর্দ্ধাৎ সংস্রবদ্ভুতামৃতরসৈঃ সংসিচ্যমানা মুহু-
র্বিদ্যাভির্দশভিঃ করদ্বকলসৈরানন্দ-কোলাহলৈঃ।

পূজাদ্রব্যসমগ্রপাণিরনয়নব্যগ্রাঃ সমস্তাঃ সখী-
র্দৃষ্ট্বা কৌতুকপূর্ণিতামক্তয়দাং তন্মণ্ডলে সংস্থিতাং॥ ২০॥
ইত্যাদ্যৈঃ পরিশোভিতাং স্মিতমুখীমালোকয়ন্তীং পরাং
তন্মূর্ত্তিং কিয়দীক্ষণেন সহসা শব্দজন্তীং পরাং।
ধ্যাতুং কিং ক্ষমতামুপৈতি বিধিবদ্ দেবঃ স যোগীশ্বরো
হ্যস্মাকং সুতরাং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ॥২১॥
যদ্যোত্তেন চ তেন চ ত্রিনয়নি ধ্যেয়ং ন রূপং তথা
তন্মত্বা বিরমো ভবেন্ন জগতাং কেনাপি দুঃখক্ষয়ঃ।
কিন্তু ত্বৎ পদসেবনায় চ সদা যেষাং দৃঢ়ং মানসং
তে মুক্তা নিগমাগমশ্রুতিগণৈর্গীতস্থিদং মে দৃঢ়ং॥ ২২॥

দেবী বলিলেন, "তুমি চিদানন্দজ সুমধুর স্তব পরিত্যাগ কর। তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব।"

সর্ব্বানন্দ বলিলেন "মা! আর কি বর প্রার্থনা করিব, হরিহরবিরিঞ্চি-সেবিত তোমার পাদপদ্ম দর্শনেই সকল-বর-লাভ সম্পন্ন হইয়াছে। মাগো! যদি নিতান্তই তুমি বর দিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার সম্মুখে যে দাস নিদ্রিত রহিয়াছে, তাহার ইচ্ছানুরূপ বর দান কর।"

॥লত নাল৺

বিবুধ তটিনী ।

কষিত কনক বিমল ১

তনু-তিরপিত নয়ন স্থ

ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, স৺

বারয় রবি তনয় শঙ্কা, মদন-২

রাণী বলে ওগো জয়া ভাল কথা মনে গো হ঳

জয়া বলে পুণ্যবতী কি কথা তোমার মনে গো হ঳

রাণী বলে আমি কব ক'রে ভেবে ছিলাম।

আর বার আমি ভুলে গেলাম ॥

এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল ॥

রাণী বলে নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।

পুনঃ হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায় ॥

এ কথা বুঝাব আমি কারে।

তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো ॥

বিদ্যাপতির পদাবলীতে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

..র নাহি কোন গুণ গো।

..ঙ্গ বটে।

..য় দাঁড়ালে নিকটে॥

..বিম্ব দর্পণেতে লয়।

.. গুণ গো তা জলে কেমনে রয়॥

..ক গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা।

স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥

হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন।

ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ॥

তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।

শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাল॥

তুমি উমা ছাড়া হোয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।

ওগো রাণি অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ॥ (১

বলিয়াছেন, অতএব পূর্ণচন্দ্ররূপ-নখ-কিরণ দ্বারা পৃথিবী আবৃত করিয়া তাঁহার বাক্য সফল কর।" জগজ্জননী তথাস্তু বলিয়া মেহারবাসীদিগকে পূর্ণ-চন্দ্র প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

মেহাররাজ ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দৈবকর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

সর্ব্বানন্দ সদাস্থির, নিস্পৃহ ও শান্তচিত্তে, মূকের ন্যায় কিছু কাল মেহারে বাস করিলেন। সেই আশ্চর্য্য সিদ্ধিবৃত্তান্ত অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

সর্ব্বানন্দের পুত্র শিবনাথের উপনয়ন-সময় উপস্থিত হইলে, তিনি একদা রাজসভায় গমন পূর্ব্বক মেহারপতিকে বলিলেন, "রাজন্! শীঘ্রই শিবনাথের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমি এক্ষণেই দেওয়ানের প্রতি আদেশ করিতেছি, তিনি উপযুক্ত সময় প্রভুর গৃহে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত করিবেন।" তদনন্তর

রাজা দেখিলেন যে, মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে এক খণ্ড নামাবলী দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া গুরুপুত্র সভাস্থলে বসিয়াছেন ; তৎক্ষণাৎ তিনি তোষাখানার অধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র এক জোড়া উৎকৃষ্ট শাল লইয়া আইস।" অধ্যক্ষ শাল লইয়া উপস্থিত হইলে, রাজা সর্ব্বানন্দকে প্রণাম পূর্ব্বক তাহা প্রদান করত তদ্দ্বারা অঙ্গাচ্ছাদন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। গুরু একটু মৃদু হাস্য করিয়া শিষ্যের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

সর্ব্বানন্দ রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে গমন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে এক বারাঙ্গনা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, নামাবলীই আপনার উপযুক্ত ভূষণ। আপনি কেন এই শাল গায় দিয়াছেন, ইহা আমাকে প্রদান করুন।" সর্ব্বানন্দ তৎক্ষণাৎ সেই শাল গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক বেশ্যাকে প্রদান করিলেন।

অপরাহ্ণে মহারাজ বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। সেই বেশ্যা সেই শাল দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিয়া

পথিপার্শ্বে বিচরণ করিতেছিল, নরপতিকে সমাগত দর্শনে বারবিলাসিনী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভি-বাদন করিল। রাজা বেশ্যার গাত্রে সেই শাল দর্শন করিয়া নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে রাজা সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বানন্দকে আহ্বান করিবার জন্য জনৈক কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বানন্দ পূর্ব্ববৎ নামাবলী দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজা যথানিয়মে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান করিলেন। সর্ব্বানন্দ উপবিষ্ট হইলে রাজা বলিলেন, "প্রভু! শীতে কষ্ট পাইতেছেন, গত কল্য যে শাল প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা কি হইল ?"

সর্ব্বানন্দ—আছে।

রাজা—ঠাকুরাণীর নিকট আছে কি ?

সর্ব্বানন্দ—তাহা আছে।

রাজা—আমার ঠাকুরাণীর নিকট নাই, আপ-নার ঠাকুরাণীর নিকট আছে কি ?

এই বাক্য শ্রবণে সর্ব্বানন্দ হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় ষড়ানন্দকে বলিলেন, “যাও, শীঘ্র তোমার মামির নিকট হইতে শাল জোড়া লইয়া আইস।” ষড়ানন্দ গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সর্ব্বানন্দের গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে! তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ছোট মামি! মামা গত কল্য রাজবাটী হইতে যে শাল আনিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র প্রদান করুন।” সর্ব্বানন্দের ব্রাহ্মণী তখন পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছিলেন, সুতরাং কেহই তাঁহার উত্তর প্রদান করিলেন না। কিন্তু ষড়ানন্দ দেখিলেন, গৃহস্থিত কোন রমণী দ্বারের উপরিভাগে হস্ত প্রসারণ করিয়া, এক জোড়া শাল ফেলিয়া দিলেন। ষড়ানন্দ সেই আশ্চর্য্য হস্ত দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত জ্যোতি-র্বিশিষ্ট সেই আশ্চর্য্য হস্ত তাঁহার মাতুলানীর নহে। সেই হস্ত দর্শনে ষড়ানন্দ দিব্য জ্ঞান লাভ করি-লেন। তিনি স্তোত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা

শ্রবণ করিয়া আগমাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন. "বৎস ষড়ানন্দ! তুমি কাহার স্তব করিতেছ।" ষড়ানন্দ তদুত্তরে বলিলেন, মামা, আপনি ছোট মামাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না। আপনার পিতামহের প্রতি যে আদেশ ছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে; ছোট মামা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।" তদনন্তর শালপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়া ষড়ানন্দ দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন।

সর্ব্বানন্দ সেই শাল প্রাপ্ত হইয়া, রাজার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোর শাল লইয়া যা, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোর অধিকৃত প্রদেশে আর জল গ্রহণ করিব না। তুই শিষ্য, এজন্য তোর বিশেষ অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, পঞ্চদশ পুরুষ অন্তে তোর বংশ বিলুপ্ত হইবে।" রাজা দৌড়িয়া আসিয়া পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমার অপরাধ হইয়াছে—আমাকে ক্ষমা করুন!"

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে না, আমি এক্ষণেই কাশী গমন করিব।" রাজা কোন মতেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি রাজসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইয়া "পূর্ণাদাদা" ও বড়ানন্দকে বলিলেন, "চল, এক্ষণেই কাশী যাত্রা করিতে হইবে।" আগমাচার্য্য ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত শোকাকুল হইলেন, তাঁহারা সর্ব্বানন্দকে আপাততঃ এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য নানা প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল না। তদনন্তর তাঁহার ব্রাহ্মণী বল্লভাদেবী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সকলকে পরিত্যাগ করিতে পার, আমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে।" তদুত্তরে তিনি তাহাকে বলিলেন, "শীঘ্রই তুমি মুক্তি লাভ করিবে, কোন চিন্তার কারণ নাই।" তখন ব্রাহ্মণী পুত্র শিবনাথকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এই বালকের কি উপায় হইবে।"

সর্ব্বানন্দ পুত্রকে বলিলেন, "যাও, বৎস! শীঘ্র স্নান করিয়া আইস।" শিবনাথ স্নানানন্তর পিতৃ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং যে মন্ত্র দ্বারা তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, সেই মূলমন্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"পুরুষানুক্রমে ইহা তোমার ইষ্টমন্ত্র হইবে।" তৎপর স্বীয় সিদ্ধিবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "জগজ্জননী তোমার মঙ্গল করিবেন, কোন চিন্তা করিও না। দ্বাবিংশ পুরুষ অন্তে আমার বংশ বিলুপ্ত হইবে।" *

সর্ব্বানন্দ, ষড়ানন্দ ও পূর্ণানন্দের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কিয়দ্দিনানন্তর যশোহরের অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে অপরাহ্ণ কালে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিত্রয়কে উপযুক্তরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। সর্ব্বানন্দ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার

* দেশপ্রচলিত প্রবাদ অনুসারে একবিংশতি পুরুষ অন্তে পুনর্ব্বার সিদ্ধিলাভ হইবে।

মুখ মলিন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “কোন বিশেষ কারণে চিন্তামগ্ন আছি।” সর্ব্বানন্দ বলিলেন, “সেই কারণটী আমার নিকট প্রকাশ করুন, হয়ত আমার দ্বারা তাহার প্রতিকার হইলেও হইতে পারে।” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি স্থানীয় জমিদারের সভা-পণ্ডিত, দক্ষিণাপথ-নিবাসী অনেক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আমার সহিত বিচার করিবার জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আগামিকল্য বিচার হইবে। মহাশয়, বৃদ্ধকালে অন্যের দ্বারা পরাজিত হইব, এই চিন্তায় আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।” সর্ব্বানন্দ বলিলেন, “আপনার গৃহ হইতে যে কোন একখানি গ্রন্থ আনিয়া একটী পাতা আমাকে পড়ান দেখি।” ব্রাহ্মণ বলিলেন “তাহাতে কি লাভ হইবে?” সর্ব্বানন্দ বলিলেন “হয়ত আমাকে যাহা পড়াইবেন, কল্য সভাস্থলে তাহা লইয়াই তর্ক-সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারে।” ব্রাহ্মণ, সর্ব্বানন্দের বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি

অতিথির অনুরোধে বাধ্য হইয়া এক খানি গ্রন্থ লইয়া তাহার একটী পাতা সর্ব্বানন্দকে পাঠ করাইলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "পুস্তক বন্ধন করুন, কল্য আপনার জয় হইবে।" ব্রাহ্মণ এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি নিতান্ত চিন্তাকুল-চিত্তে রজনী যাপন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, ব্রাহ্মণ সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "মহাশয় আমি বিচার-সভায় গমন করিতেছি, আমার প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত আপনি আমার গৃহে অপেক্ষা করিবেন।" সর্ব্বানন্দ স্বীকৃত হইলেন।

বিচার-সভায় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইবামাত্র, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিতেছি, আমি আপনার সহিত বিচার করিব না।" সভাসদ্‌গণ এই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। জমিদার মহাশয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি

বলিলেন, "মহাশয়, আমি গাণপত্য ; গত রজনীতে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। ইষ্টদেব আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এই ব্রাহ্মণের সহিত বিচার করিও না, মা জগজ্জননী ইহাকে রক্ষা করিবেন! অতএব তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিও।" ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, অতিথি সামান্য মানব নহেন।

ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বানন্দের নিকট গমন করিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, "আপনি যেই হউন, একটি পত্র পাঠ করিয়া আমাকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গুরুদক্ষিণা প্রদান করুন।" সর্ব্বানন্দ বলিলেন "আপনি কি চান বলুন, দিতে প্রস্তুত আছি।" ব্রাহ্মণ উপযুক্তা একটি বালিকাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "এটি আমার কন্যা, আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" সর্ব্বানন্দ কিঞ্চিৎ মৌনভাব ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহাত্মার বাক্যের অন্যথা হইবে না,

এই ভরসায় কন্যা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।" সর্ব্বানন্দ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই পত্নীর গর্ভে অল্পকাল মধ্যে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন,—জ্যেষ্ঠ রতিনাথ, কনিষ্ঠ জানকীনাথ। (ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি যশোহর অঞ্চলে বাস করিতেছেন)।

যথাকালে পুত্রদ্বয়কে ইষ্টমন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক মহাত্মা সর্ব্বানন্দ, ষড়ানন্দ ও পূর্ণানন্দকে লইয়া কাশী গমন করেন। তথায় বৈদান্তিক দণ্ডিগণকে পরাজিত করিয়া আগম শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

প্রায় ৪ শতাব্দী অতীত হইল মহাত্মা সর্ব্বানন্দ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি অদ্যাপি মেহারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মেহার একটি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এরূপ উদার তীর্থ ভারতে বিরল। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তি-দিবসে মেহারে যেরূপ ভাবে জগজ্জননীর পূজা হইয়া থাকে, তাহা দর্শন করিলে অবাক হইতে

হয়। শক্তি-উপাসক পাঠকদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অবশ্যই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মেহারে আসিয়া সর্ব্বানন্দের সিদ্ধপীঠ দর্শন করত জীবন সফল করিবেন। মেহার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত। "আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের" ভিঙ্গরা ষ্টেসনের প্রায় এক মাইল দূরে এই সিদ্ধপীঠ অবস্থিত। মহাত্মা সর্ব্বানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবনাথের বংশধরগণ এই পীঠস্থানের অধিকারী। অন্যান্য তীর্থ স্থানের মহান্ত কিম্বা পাণ্ডাদিগের ন্যায় ইঁহারা পিশাচ-প্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন। ইঁহারা উদার ও মহাশয় লোক। পৌষ মাসের সংক্রান্তি-দিবস তাঁহারা অকাতরে অন্ন ব্যয় করিয়া থাকেন। শিবনাথের বংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

বাসুদেব ভট্টাচার্য্য।
|
শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য।
|
সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর।
|

শিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
|
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।
|
রমানাথ ভট্টাচার্য্য।
|
হলধর ন্যায়ালঙ্কার।
|
কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য।
|
শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য।
|
রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।
|
রাজারাম সিদ্ধান্তবাগীশ।
|
রামোত্তম ভট্টাচার্য্য।
|
গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
|
চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রামকানাই ভট্টাচার্য্য।	শ্রীজগবন্ধু তর্কবাগীশ।
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য।	শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী
ও
রামপ্রসাদ সেন।

এ দুঃখসঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ জুড়াইবার স্থান কোথায়? এ জরামৃত্যুময় সংসারে দগ্ধ হৃদয় কোথায় শান্তিলাভ করিবে? এ ঘোর নিশীথে, এ বিকট শ্মশানে কে আশাবর্ত্তিকা হস্তে নিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইবে? সাধকহৃদয়ের স্বতঃপ্রবাহিত অমৃতবারি দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দেয়, সাধকহৃদয়ের পবিত্র আদর্শ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পথ দেখাইয়া দেয়, সাধক মানবজাতির আদর্শ পুরুষ, সাধক মানুষের মধ্যে দেবতা। পুণ্যভূমি ভারত অন্য বিষয়ে দরিদ্রা হইলেও তাহার একটী গৌরবের জিনিষ আছে। তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে, তাহার বনে প্রান্তরে, তাহার গ্রামে নগরে, যেখানে যাও সেইখানেই স্বর্গীয় পারমার্থিক

পারিলাম না। কারণ রামপ্রসাদ ব্রহ্ম
মুকুট রামপ্রসাদ সেনের শিরে সং
আমরা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি
দের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এবং
সেই স্বর্গীয় সাধুপুরুষের নিকট ক্ষমা
তেছি। যিনি সংসারকে পদে ঠেলি
কালী-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন; কা
আহার, কালীতে বিহার, কালীতে মনপ্রাণ স
করিয়াছিলেন, সেই রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর স
কি ‍িনি "ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা পাক
গুটী" বলিয়াছেন, সেই রামপ্রসাদ সেনে
হইতে পারে।

-রামপ্রসাদ, কবিওয়ালা। ই
চর ছিলেন। ইঁহাদের
দল

হইলেও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচিত গীতও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

ব্রাহ্মণ-কুলজাত সাধক-চূড়ামণি—রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মপুত্র-তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুর নামক স্থানে যে কালী-বাড়ী আছে, সেই কালী-বাড়ীতে তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মমৃত্যুর অব্দ নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি কবিত্ব প্রকাশের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন না, মানব সমাজে যশোলাভ করিবার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি স্বাধীন বন-বিহঙ্গের ন্যায় স্বীয় মনের ভাব সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেন। কখন বা মায়ের নিকট আবদার করিতেন, কখন বা অভিমানের সহিত মায়ের সঙ্গে কলহ করিতেন, কখন বা গালাগালি করিয়া মায়ের বাপান্ত করিতেন, কখন বা মায়ের বলে বলীয়ান হইয়া শমনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১৬৪২ শকাব্দে হালি-

সহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন, পিতার নাম রামরাম সেন। রাম-প্রসাদ সেনের বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাম-প্রসাদ সেন বাল্যকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনসীমায় পদা-র্পণ করিতে না করিতে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারের গুরুভার মস্তকে ন্যস্ত হইলে তিনি বিষয়-কর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতা-নিবাসী দুর্গাচরণ মিত্র * নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তি তাঁহাকে মোহরিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বীয় প্রভুর মহাজনী খাতায় তাহা লিখিয়া রাখি তেন। তাঁহার প্রভু তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে কিঞ্চি

---

* কোন কোন ব্যক্তি এস্থলে দুর্গাচরণ মিত্রের পরিব ভূকৈলাস-রাজবংশীয় দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষালের ন উল্লেখ করেন; কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা ভ্রমাত্ম প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ গোকুল ঘোষাল রামপ্রসাদে পরবর্ত্তী।

মাসিক বৃত্তি প্রদান করত চাকরি হইতে অবসারিত করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করিয়া তাহা নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি ও ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত রামপ্রসাদ "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" রচনা করেন। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের মধ্যে কোন্‌টী রামপ্রসাদ সেনের রচিত ও কোন্‌টী ব্রহ্মচারীর রচিত তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু যে সকল সঙ্গীতের ভণিতাতে "দ্বিজ" শব্দ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাই যে ব্রহ্মচারীর রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত সঙ্গীত দ্বারা কোন এক ব্যক্তির ধর্ম্মমতের সমালোচনা করা যাইতে পারে না। জনৈক বঙ্গীয় সুলেখক বলিয়াছেন, "এই আদিরস-প্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে

প্রসাদী সঙ্গীতনিচয় একটি সুশোভিত দ্বীপ রূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরতত্ত্ব সেই দ্বীপের ভূমি, কালীরূপ সেই ভূমির বাহ্যদেশ। ধর্ম্মের সহস্র-বিধ তৃণ ও তরুরাজি এই দ্বীপকে সুশোভিত করিয়াছে। ভক্তিরস সেই তৃণ ও তরুরাজিকে পরিপোষণ করিতেছে। আর রামপ্রসাদের আত্মা কবির মত যেন এই দ্বীপে চারি দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বৈরাগ্য, শান্তি ও সুখের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পড়িয়া কালী-নামের সঙ্গীতে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহা কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় নিকেতন! আমরা আদিরসে সন্তরণ দিয়া যখন এই দ্বীপে উপনীত হই, তখন আমাদের লোচনদ্বয় একদা সন্তৃপ্ত হয়, মন একদা প্রমত্ত হইয়া উঠে, মন প্রমত্ত হইলে আমরা রামপ্রসাদের সঙ্গে গান গাইয়া একদা হৃদয় পরিতৃপ্ত করি।” এই অলোকসামান্য গুণেই প্রসাদী সঙ্গীত সাহিত্য-সংসারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি-কার করিয়াছে। এই প্রশংসা কাহার প্রাপ্য, তাহা

নির্ণয় করা সুকঠিন। কবিরঞ্জন, ব্রহ্মচারী হইতে সাধকত্বে কনিষ্ঠ হইলেও, কবিত্ব শক্তিতে কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল সঙ্গীত বাহ্যাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত নহে, যাহা সরল হৃদয়ের সরল স্রোত—ভক্তিরসের সুবিমল উৎস, যাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে—কঠোরতা নাই, অবিরাম গতি আছে—আস্ফালন নাই, ভাব আছে—ভাবুকতা নাই, সেই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ ব্রহ্মচারীর রচিত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

রামপ্রসাদের সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়, তাহার কোন্‌টী কাহার নামের সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

রামপ্রসাদ সেন ও রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সাধনার লক্ষ্য একই ছিল। সুতরাং সমস্ত রামপ্রসাদী সঙ্গীত এক ব্যক্তির রচিত—কল্পনা করিয়া রামপ্রসাদী ধর্ম্মমতের সমালোচনা করা যাইতে পারে।

অতএব সাধক-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাই উদ্ধৃত করা হইল :—

এখন দেখা যাউক রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য কি ছিল। রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য ত্রিতাপ— আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হইতে মুক্ত হওয়া। তিনি (১১৩ সঙ্গীতে) বলিয়াছেন "সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।" আমরা দেখিতে পাই সকল হিন্দুরই সাধনার লক্ষ্য এই এক কথা—দুঃখের নিবৃত্তি। মহাত্মা শাক্য-সিংহ, এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্ম রাজ-সিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া-ছিলেন। হিন্দু দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে এই প্রভেদ, হিন্দু দর্শনের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে মুক্তির কথা—দুঃখনিবৃত্তির কথা; পাশ্চাত্য দর্শন কেবল মন নিয়া ব্যস্ত। রামপ্রসাদের সাধ-নার লক্ষ্যও দুঃখনিবৃত্তি। রামপ্রসাদ কি প্রকার মুক্তি চাহিতেন? হিন্দু শাস্ত্রে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ—এই চারি প্রকার মুক্তির

উল্লেখ আছে, রামপ্রসাদ ইহার কোনও প্রকার মুক্তির কামনা করিতেন না, যথা—"নির্ব্বাণে কি আছে ফল"। রামপ্রসাদ ভক্তিই মুক্তির সোপান স্থির করিয়াছিলেন, তিনি একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী"। বৈষ্ণবগণও ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ সকল সাধকেরই একটী সম্মিলন স্থান আছে, যেখানে সকলকেই এক কথা বলিতে হয়; যাহা আসল সত্য, তাহা সকলের পক্ষেই এক।

রামপ্রসাদের ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম ছিল, তিনি স্বর্গের আশায় অথবা নরকের ভয়ে ধর্ম্ম করেন নাই। যাহারা কামনা রাখিয়া ধর্ম্ম করে, তাহাদের ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, স্বার্থপর ধর্ম্ম।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

(৭১ দ্বিঃ অঃ ভঃ গী)

রামপ্রসাদ সেই শান্তির জন্য বাসনাকে বিনাশ

করিতে সতত যত্ন করিতেন, তিনি একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

"বাসনাতে দাও আগুন জেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।" (৪৮ গীত)

ধার্ম্মিক লোকদিগের মধ্যে প্রধান বিষয় এই দেখা যায় যে, তাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখদুঃখের অধীন নহেন। সুখ যদি আসে আসুক, দুঃখ আসে আসুক, ক্ষতি নাই। তাঁহারা সুখে উল্লাসিত হন না, দুঃখেও বিহ্বল হন না।

"যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।"

(১৫ দ্বি: অ: ভ: গী:)

রামপ্রসাদও দ্বন্দ্বাতীত হইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন:—

"আমি কি দুখেরে ডরাই,

* * *

তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুঃখ দিয়ে মা বাজার বসাই।" (৫৯ গীত)

"মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয়পদে লবে বাসা।" (৯৫ গীত)

সাধনার প্রথমাবস্থায় তীর্থ পর্য্যটন নিতান্ত প্রয়োজন, এজন্য রামপ্রসাদ প্রথমাবস্থায় বলিয়াছেন,

"আমি কবে কাশীবাসী হব।
সে আনন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।"

সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—

"আর কাজ কি আমার কাশী।
"মায়ের পদতলে পড়ে আছে,—
গয়া গঙ্গা বারাণসী।"

এস্থলে অন্যরূপ সিদ্ধান্তও হইতে পারে, কারণ 'বাদ অনুসারে প্রথমোক্ত সঙ্গীত ("আমি কবে ।শীবাসী হব।" ইত্যাদি) রামপ্রসাদ সেনের চত, শেষোক্ত সঙ্গীত রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর রচিত নুমান করিলে আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত ইতে পারি যে, রামপ্রসাদ সেন, রামপ্রসাদ ব্রহ্মরীর বহুনিম্নবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট।

সাধু জনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়ভাব রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন দেখা যায়, এমত আর কোথাও নয়। রামপ্রসাদ মৃত্যুকে খেলার পুতুলের স্থায় মনে করিতেন। যাঁহার পশ্চাৎভাগে স্নেহময়ী জগজ্জননী দণ্ডায়মান, যাঁহার মন ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে বদ্ধ, তিনি কেন মৃত্যুকে ভয় করিবেন? তিনি মৃত্যুকে পদাঘাত করিয়া উড়াইয়া দেন। রামপ্রসাদ মার বলে বলীয়ান্, তাই তিনি বলিয়াছেন—

তুই যা রে কি করিবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি। (১৩৫ গীত)
দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। (১৩৬ গীত)
আমি কালীর স্থত, যমের দূত,
বল্‌গে তোর যম রাজারে। (১৩৭ গীত)

৬৫, ১৩৮, ১৩৯, প্রভৃতি সঙ্গীতে তিনি যমকে তু[চ্ছ] করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ জানিতেন, মহাশক্তি "নিরাকারা," তথাপি তিনি সাকার-উপাসক ছিলেন। কার

সাকার-উপাসনা ব্যতীত, নিরাকার উপাসনা হইতে পারে না।

এস্থলে সাধক-শিরোমণি রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রামপ্রসাদ সেনের জীবনচরিত শেষ করিলাম। পশ্চাৎ অন্যান্য সাধকদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

সাধক-সঙ্গীত।

রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।

কালীকীর্ত্তন।

বাল্য ও গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।

শ্রীগুরুবন্দনা।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং।
অন্ধ পট খোলে ধন্দ সব হরণং॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধু তারণং।
তপন তনয় ভয় বারণ কারণং॥
সুচারু চরণ দ্বয় হৃদি করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ।

বাল্যলীলা।

প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী, জননি জাগৃহি॥৩॥
আগত ভানু, রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোক * বধূ শোক নিভায়॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌরি, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
উঠগো॥
উদয়তি দিনকৃতি, নলিনী বিকসতি,
এবমুচিতমধুনা তব নহি॥ ৩॥
সূত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহীহি॥ ৩॥

---

* চক্রবাক।

গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি ॥ ৩ ॥ (১)

ভজন।

চলগো মন্দাকিনী জলে, শিব পূজ বিল্বদলে,
মাই শুন ওলো, মাইকি ভাষ।
তখন গৌরীর কনক মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিল কলরুত, শীতল মারুত,
হতরুচি সংপ্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিত বিগ্রহা মলিন মুখী ॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন।
দীন-দয়াময়ি দুর্গে ত্রাহি ॥ ৩ ॥
ভীম ভবার্ণবমম্বুয়ু তারয়।
কৃপাবলোকনে মাম্পাহি ॥ ৩ ॥ (২)

বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণী
বিমোহিত হইতেছেন।

তখন রত্ন সিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্য তরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দ সাগরে॥

প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী॥
যেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখ মণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি,
করতল কিশলয়, কোমল পাণি।
রাজিত তহি কনক মণি ভূষণ,
দিনকর ধাম চরণতল খানি॥

ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই,
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচ করতহিঁ ভাণি॥ (৩)

পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুম কাননে গো।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা॥
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জর গমনে।
করুণাময়ী, সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনীর জলে॥
"হরিব! তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।
অঙ্গের কৌশেয় বসন সাজে,
দেখে আমার বুকে যেন শেল বাজে;"
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী বিশ্বদলে॥ (৪)

করুণাময়ীর গালবাদ্য ধন।

গাল বাদ্য ধন, সজল লোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥ (৫)
করুণাকর দেব দেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণা কটাক্ষ কর দেব দেব শঙ্কর ॥
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা করে কে কটাক্ষ লেশ ॥ (৬)

গৌরীর অনশন ব্রতে মেনকার স্নেহ প্রকাশ।

ব্রত অনশন, অন্তিক সমান,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর করে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদ বয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কেন্দে মেনকা রাণী
বলে, কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,
এমন কঠোর করে কেটা ॥

গৌরীর আমার,—

ননীর পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উদয় নবনীত।

মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন করোগো মা এমন অনীত॥

স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।

কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ,
রতনে যতন করে কার॥

কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষ মালা, কার লাগি মা হোয়েছ
ভৈরবী বালা,

তুমি যারে চিন্ত রাত্র দিবা, সেই নিগুর্ণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপ পুণ্য, সে কেবল মহাশূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার
পদতলে,

একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।

মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল ॥ (৭)

তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধু-জলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রাম প্রসাদ বলে, তিতে রাণী আঁখির জলে,
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥ (৮)

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন।

দয়াময়ি, আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে ॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ, প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার
পূর্ণ ইন্দু, মন গজেন্দ্র আমার, এ মন তোমাতে
রোয়েছে বাঁধা, ত্রিভুবন-সারা পরা গো ধন্যা।

কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণ-ধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা এই কথা রাখ মার।
গিরি রাজার কুমারি, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥
কবি রামপ্রসাদ দাসেগো ভাষে জননি,
মা কত কাচগো কাচ। *
মহেশ পিতা তুমি মাতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশ-ঘরে আছ॥ (৯)

গৌরীর গৃহে গমন।

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্ব-মোহিনীর।
জগদম্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননী-মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র-রাণী প্রেমানন্দে ভাসে।
তুরীয়া † চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥

---

* কাচ—খেলা। † অব্যক্ত বা নির্গুণ অবস্থা।

অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥ (১০)

নিরখি নিরখি বদন-ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেম-সিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন।
লোল চন্দ্র বদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী।
গদ গদ গদ কহত রাণী॥
কোটি জনম পুণ্য জন্য।
কোলে কমল লোচনা॥ (১১)

দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হাসত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুনুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমল নিন্দি, নখ হিমকর-গঞ্জনা।

ভজন।

ন্তরে গো রোয়ে।
অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
ন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
ক'রে নয় ... অঙ্গময় বিরাজে যে যখন নিরখি॥
উমার রূপ গুণ।
রূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ॥
ল এই সার কথা বটে।
ন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥ (১৪)

॥ অম্মা কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
ন নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধরেছে মুখ চাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখ খানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু।

রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রি
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥ (

ভজন।

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর।
কোথা গেলে গিরিবর, শিব স্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ
শ্রীরাম প্রসাদ দাসে, এক
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমা
জপ করাও মায়েরে দুর্গান

ভজন।

শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গা নাম ॥
শ্রীদুর্গা নাম গুণ গানে।
শিব না মরিল বিষপানে ॥

গৌড়েশ্বর মহারাজ
নের শীর্ষদেশে দেবী দাক্ষায়ণী ... মূর্ত্তি উৎ-
কীর্ণ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয়
যে, শক্তি সেনরাজগণের কুলদেবতা। প্রায় আট

হইয়াছে। অস্ত ৮,

সেই দাবলী হস্তে লইয়া পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি।

যার নামের ফলে চরণ বলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গা নাম সংসার সাগরে তরি।
কাণ্ডারী তায় ত্রিপুরারি॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা, কন্যা রূপে তোমার ঘরে॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী॥ (১৭)

হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে।
তখন গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে॥
সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুর বিন্দু, রবি করে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল॥
দোথরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।

অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় করেছে মেঘের কোলে ॥
তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা ঘেরা,
তারায় তারা সাজে ভালো ;
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন,
কেশ রূপ ঘন করে আলো ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া তায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী ॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্য কাল, ইথে দান করা ভাল,
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রাণ দান দিয়া লইতে চায় ॥ (১৮)

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
ছি ছি ও কথা তুল না ॥
ছি ছি যার পারে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা নয় ॥

শ্রীমুখ মণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি।
নির্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি॥

শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে প'ড়ে কাঁদে॥

একথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক।
সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥

ভুবন বিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হইলে দেবে করয়ে আহার॥

এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥

বাসনা হইল সুধা সঞ্চয় কারণে।
চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥

পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥

কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ ঐ॥

চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥ *
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥
চাঁদ বলে ইহা সয় কি আমার শোভা যার মুখেরে যায়।
ছি রে কমল তাই হইতে চায়॥
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥
উচ্চ পদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্ম শোভা হরে॥
বিধাতা আনিল চাঁদ তেজ করে বহু।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু † ॥
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥
অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শত্রু ভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্র ভাব॥

* শত্রুতা। † কুহু—অমাবস্যা।

দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ ॥
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥
বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে ॥ (১৯)

ভগবতীর নৃত্য।

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচো গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি কোরে আবার
নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি
তায় গো ॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল;
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল ॥
বাজে ডম্ফ ঝগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল ॥

চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূ জাল।
পূর্ণ চন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণ পদ্ম মাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তি ছটা।
শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখ ঘটা॥
ভূষণে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল।
ভুজঙ্গ ভূষণ রূপে করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বান্ধা কি ভূষণ ছলে॥
প্রভাতে নূতন গান শুন মেনর সুতা।
উষাকালে উক্তি উল্লসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট সুত জ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥ (২০)

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্প কাননে।
চল চল পুষ্প বনে জয়া দাসী যাবে সনে॥
জগদম্বে বিলম্বেও চলতি চিত্ত পদ চলনা।
লোহিত চরণতলারুণ পরাভব,
নখরুচি হিমকর সম্পদ দলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয় সরোরুহে
বিহরসি, হর শিরসি ললনা॥
কল্পতরু তলে, শ্রীরাজকিশোরে ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর,
দীন দয়াময়ী সতত ছল ছলনা॥ (২১)

গৌরীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের
বিচ্ছেদ জন্য খেদ উক্তি।

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্র জাতা।
পুষ্প কাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে।
গুণ গুণ গুঞ্জিত মন্দ মন্দ ভ্রমরে॥
তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠল চারু কদম্ব মূলে॥
মুখ মণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেম ভরে।
শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে॥
"করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্ক ধর।
ত্রিপুরাসুর গর্ব্ব বিনাশ কর॥

জয় বেদবিদাম্বর * ভূতপতে।
জয় বিশ্ব বিনাশক বিশ্বগতে॥

ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥

কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলি গান সুখে॥

সুর শৈবলিনী জলে পূত জটা॥
জটা লম্বিত চারু সুধাংশু ছটা॥

জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ প্রভু হে॥"

ভব ভবানী ভাবিত ভীম ভাবে।
ভব ভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥ (২২)

---

* বেদবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পুষ্পকাননে শিব পার্ব্বতীর মিলন ও
কথোপকথন।

প্রেয়সীর খেদ গানে, সদাশিবে উচাটন করে প্রাণে,
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া,
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরি পুরি,
নন্দি আন বৃষভে সাজাইয়া॥
কদম্ব কুসুম অণু, পুলকে পুর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পূরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে॥ (২৩)

ধুয়া।

তাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতালে ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ॥

প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুর তরঙ্গিণী কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্তকাল॥ (২৪)

হর গৌরীর সাক্ষাৎ।

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।
নিরখি সুন্দরী মুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেম নীরে॥
নন্দি! একি রূপ মাধুরী, আহামরি আহামরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মন মীন, হৃদি সরোবর তেজি,
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি॥
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।

অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী, কি গুণে চৈতন্ত
নিগূঢ় হরে ॥ (২৫)

কেরে কুঞ্জর গামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদ গদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥
কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা
হরে, ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ ॥ (২৬)

যদি বল অনূঢ়া কালের এ কি কথা।
শিব শিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা ॥

উভয়তঃ সুসস্তায় সঙ্কেত সম্বাদ।
উভয়তঃ চিত্ত মধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞা কর কাল, কত কাল হেথা রব।
"কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রতন ভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানস গামিনী।
চৈতন্য রূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নথ জ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥
আমার এই ভস্ম অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহীনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি॥
অনুচ্চার্য্যানাদি রূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্ম তত্ত্ব, বিদ্যা তত্ত্ব, শিব তত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্ব জ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥

তুমি মন, বুদ্ধি, আত্মা, পঞ্চভূত কায়া।
ঘটে ঘটে আছে যেমন জলে সূর্য্য ছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফিরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনী তীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥"
মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজ রাণী॥
বাল্য লীলা এই মার জনক ভবনে।
গোষ্ঠ লীলা অতঃপর একাম্র কাননে॥ * (২৭)

অথ গোষ্ঠলীলারম্ভঃ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্র কানন॥ (২৮)

---

* উৎকলদেশীয় জগদ্বিখ্যাত শৈবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরের পৌরাণিক নাম একাম্র কানন।

মায়ের গোষ্ঠে গমন।

ভজন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাবহে একাম্র বনে॥

কাশী হইতে হইল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ॥

চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধ মুখে রব॥

সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু॥ (২৯)

ধুয়া।

জগদম্বারে রব পূরে বেণু, রব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদ রেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মা' কি * রঙ্গ,
নেহারে পতঙ্গ॥

---

* সো মাই কি রঙ্গ—হিন্দি ভাষা।

হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান,
স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে;
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে॥ (৩০)

পয়ার।

গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণি কাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদী * কূলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে॥
নাভি পদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করি কুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইষু † নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥

---

* সুরনদী—গঙ্গার হার। † ইষু—বাণ।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর, দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাসমার এই এক ধ্যান॥ (৩১)

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাত্র কাননে জগত জননী ফিরে
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিনীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুন্তল
ব্যাপিল শিরে।
মহাচিত্ত অরুন্তদ, কোপে বিধুন্তুদ গরাসে
যেমন পূর্ণশশীরে॥
বিবুধ বধূ, যোগায় মধু, তনু সুশীতল
ধীর সমীরে॥

ঘন ঝরে শ্রম জল, গলিত কজ্জল,
যেমন কাল সাপিনী ধায় নাভি বিবরে॥ (৩২)

ধূয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি,
নব নব তৃণ, তটিনী জল শীতল দূরে ধায়ত কাছে মায়রে সুরভি॥

পয়ার।

উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্দ্ধ মুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে।
সুরভির নব বৎস শোভা উরু'পরে।
মন্দাকিনী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥
ঘন ঘন পুষ্প বৃষ্টি জগদম্বা শিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেম নীরে॥

কৌতুকে আকাশ পথে হরি হর ধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা॥
ভুবন মোহন মার গোচারণ লীলা।
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা॥
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা, বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥
(আগো তোমার গুণ কে জানে।)
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবতার।
নানারূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা ও চরমে সতী।
তব তত্ত্ব মূলে নাই শ্রুতি পথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব॥

অনন্ত রূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব অতম * মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময় রূপিণী।
অধরকমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি।
তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে, গুরু ধ্যান করে সব জীব।
কালী মূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণ ভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদ বাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥

* তমোগুণের অতীত।

প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥ (৩৩)

পশুপতি কান্তা কান্তি নেত্রে একবার।
নিরথ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে, শৈলে, কূপে, গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর।
দুর্গানাম দুর্ল্লভ মরার প্রাক্‌কালে।
জপিলে জঞ্জাল যায়, নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হইলে বাম।
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।
সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্বপূজ্য সেই॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোরে দুর্গা দুর্গা যদি বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥

দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমন ভয় পরবর্গে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্লভ নাম নিস্তারের তরি।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী॥
তথাচ পামর জীব মোহ-কূপে মজে।
সুখ আশে বিষপানে তাপানলে ভজে॥
বদন কমল বাক্য সুধারস ভয়।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নয়॥
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারস মাধুরী কি স্মর-হর-বধূ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজ রাজেশ্বরী।
কালিকা বিজয়ী হয় চিত্ত মোহ করি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দয়া।
অকাল মরণ হরা অচল তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভববিমোহিনী।
চিন্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী॥ (৩৪)

ভগবতীর রাসলীলা।

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী॥
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝলে মুখ চাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহুভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দূর অরুণ আভা বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতা নন্দন চঞ্চু সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পরাণ॥
ওরূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে।
নয়ন শফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারু চক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা।
মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজা॥

করিবর, ভুজঙ্গ, মৃণাল, হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার এক মাত্র স্থান।
সুর তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোম শ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি।
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল।
স্নান কর, মন রে! অনন্ত জন্মে ফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান॥
মণিকর্ণিকায় ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড।
রূপ সিন্ধু মন্থিবার মধ্য দেশ দণ্ড॥
কাঞ্চীদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্য দেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার॥

ভব স্থানে মনোভব পরাভব হয়ে।
তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে॥
জঙ্ঘা তূণ, পদাঙ্গুলি নখ ফলি শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥ (৩৫)

কালিকীর্ত্তন সম্পূর্ণ।

রামপ্রসাদী সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রামপ্রসাদ সেন প্রণীত।)

প্রার্থনা, স্তুতি ও অভিমান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম্ নই শঙ্করি॥
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর,
কেবল চরণ ধুলার অধিকারী॥

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবেতো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন্ পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥ (৩৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেউ নাই শঙ্করি হেথা ॥
মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥
তুমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,
যখন বিমাতা আমায় কোলে লবে,
সেথা নাই আর হেথা সেথা ॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা,
ওমা যে জন তোমার নাম করে,
তার হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা ॥ (৩৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমি কি আটাশে ছেলে?
আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে॥

সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥

আমি শিবের দলিল সৈ'মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ বাপের আগে,
ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
তখন শান্ত হব ক্ষান্ত ক'রে,
আমায় যখন করবি কোলে॥ (৩৮)

ললিত—আড়খেমটা।

বসন পরো মা বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি॥

খড়্গ হস্তে, রুধির ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে।
একবার হেঁটনয়নে চেয়ে দেখ মা পতি পদতলে গো মা॥

সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরো পাগল আছে,
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে॥ (৩৯)

লগ্নী—আড়খেমটা।

মা বসন পর।

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
উৎকলে ভুবনেশ্বরী, গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
চর্চ্চিত রক্ত চন্দনে, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়ে অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেঁট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোণার মুকুট মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল,
মাগো আরও পাগল আছে।

রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল,
চরণ পাবার আশে গো। (৪০)

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা মা বলে আর ডাকিব না।
তারা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,
মা বুঝি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মাতা বর্ত্তমানে, এদুঃখ সন্তানে,
মা বেঁচে তার কি ফল বলনা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি,
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাবনা॥
রামপ্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হয়ে হলি মা ছেলের শত্রু,
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা॥ (৪১)

জঙ্গলা—একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ॥

আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥

তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর কর্ম্ম কাল জেনেছেন,
অন্য কেটা জান্‌বে তেমন॥

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না,
ধর্‌বে শশী হয়ে বামন॥ (৪২)

জঙ্গলা—একতালা।

মন হারালি কাযের গোড়া।
দিবা নিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচমূলে কাঞ্চন বিকালি,
ছিছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াও,
বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করেছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া,
সেই কালের কর বিনাশ শ্যাসধরের মন্ত্র সোড়া॥
প্রসাদ বলে মনরে তুমি
পাঁচ সওয়ারের তুরকী ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচী
তোমায় করবে তুলা পাড়া॥ (৪৩)

—

গৌরী গান্ধার—তাল একতালা।

এবার বাজী ভোর হইল,
মন কি খেলা খেলালি বল।
সতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল॥
এবার ব'ড়ের ঘর করে ভর,
মন্ত্রী যে বিপাকে মলো।
দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো॥
তারা চল্‌তে পারে সকল ঘরে,
তবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরী নিমকভরি বাদাম তুলে না চলিল।
ওরে, এমন সুবাতাস পেয়ে,
ঘাটের তরী ঘাটে র'লো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অবশেষে কোণের ঘরে,
ব'ড়ের কিস্তি মাত হ'ল॥ (৪৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতি-রঙ্গ-রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশবিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত,
সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত,
নির্ধন ব'লে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি,
ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা,
বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ (৪৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি র'ল পতিত,
আবাদ কল্লে ফল্‌ত সোণা॥
কালি নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে (মনরে এই বেলা),
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥ (৪৬)

—

প্রসাদী সুর।

যাও গো জননি জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে॥
মা মা বলে পিছু পিছু, যে জন স্তুতি ভক্তি করে,
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে, দাখিল করিস্ যমের ঘরে।

অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়।
যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত জোরজবরে॥
চোকে আঙ্গুল না দিলে পরে,
দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলে মহিষাসুরে॥
যে দু কথা শুনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা কণা জোরে,
সাধরে শ্যামার পদ, এ নব ইন্দ্রিয় হরে॥ (৪৭)

প্রসাদী সুর।

বাসনাতে দাও আগুণ জেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই,
মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্‌বে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল,
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥ (৪৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলেম মাটি,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করিয়া, বিষের জ্বালায় ছটফটী॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী॥ * (৪৯)

---

* রামপ্রসাদ সেনের এই সঙ্গীতটী শ্রবণ করিয়া অচ্যুত গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি তাহার উত্তর স্বরূপ এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন—

এই সংসার সুখের কুটী।
যার যেমন মন তেমি ধন, মনের করসে পরিপাটী।

জঙ্গলা—ঝাঁপতাল।

ও জনানি অপরা জন্মহরা জননী।
অপার ভবসংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদে ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাতীত ফলদায়িনী ॥
আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহান্তে শিব বাণী।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজগুণে তার গো ত্রিলোক তারিণি ॥ (৫০)

ওহে সেন অল্পজ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটী ॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা ক্রটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটী ॥

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে, ম'লে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা ব'লে,
নৃত্য করে গাল বাজাব॥ * (৫১)

---

* প্রবাদ আছে, একদা রামপ্রসাদ স্নান করিতে যাইতে-ছিলেন, পথিমধ্যে একটি রমণী আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তিনি তাঁহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। প্রসাদ বলি-লেন "যাও মা তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া ব'স। আমি স্নান করিয়া আসিয়া তোমাকে গান শুনাইব।" তৎপর তিনি স্নানান্তে গৃহে আসিয়া আর সেই রমণীকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু আদেশ বাণী শুনিতে পাইলেন "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না, তুমি কাশীতে যাইয়া অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবে।" তৎপরেই রামপ্রসাদ এই গানটী রচনা করিয়া যথা সময় কাশী চলিলেন।

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

মা গো আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হ'য়ে,
যেতে নারিলাম বারাণসী॥
ভারত ভূমে জনমিয়া,
কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমি না ভজিলাম অভয় পদ,
কোথায় পাব গয়া কাশী॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাগো,
পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে,
পথ হারায়ে আছি বসি॥
পরের হরণ, পরগমন,
মনে তখন হাসি খুসি।
সাজাই এখন করে রোদন,
প্রসাদ নয়ন জলে ভাসি॥ * (৫২)

* রাম প্রসাদ কাশী যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে কষ্ট পাইয়া এই গানটী রচনা করেন।

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য,
ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত হয়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী,
বেষ্টিত বরণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি ॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার
কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণ ধূলার
অভিলাষী ॥ * (৫৩)

---

* অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভুবনমোহিনী বারাণসী দর্শন করিয়া রামপ্রসাদ এই গানটী রচনা করেন। যিনি বারাণসী দর্শন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন।

জঙ্গলা—একতালা।

নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী হলে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব,
কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা,
আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি,
এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল, নয়ন অপাঙ্গে,
মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কালো, তনু রেখা ভালো,
ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাষিছে,
বুঝেছি জননি মনে বিচারি।

মহাকাল কালী, শ্যামা শ্যাম তনু,
একই সকল, বুঝিতে নারি ॥ (৫৪) *

রামপ্রসাদীর সুর—একতালা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাবব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥
মন অগ্রে শশী † বশীভূত,
কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটরি,
ভোর হোলে সে লুকাবে রে ॥
ষড় দর্শনে দর্শন মিলেনা, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে, ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে ॥

---

* কাশীতে যাইয়া রামপ্রসাদ সকল দেবতা দর্শন করেন। কেবল আদিকেশব ও বেণীমাধব দর্শন করেন নাই। এজন্য ভগবতী কৃষ্ণরূপে রামপ্রসাদকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই প্রবাদ প্রচলিত আছে।

† শশী—চন্দ্র = কাম।

সে ভাব লোভে পরম যোগী,
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে,
যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি,
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥ (৫৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক ফোড়া বলদের মত॥
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত॥
কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার তাড়ায়ে দেও জনমের মত॥ (৫৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি,
দেখি তোর পদ জন্মের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা,
অন্তে থাকি পদানত॥ (৫৭)

পিলু বাহার—খং।

ভবের আশা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা প্রথমে পাঁজুরি প'ল॥
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষে কচ্চে বার পেয়ে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হ'ল॥
ছ' দুই আট, ছ' চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
খেলাতে না পেলাম যশ,
এবার বাজী ভোর হইল॥ (৫৮)

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই ?
কত দুখ দিবে দেও দেখি চাই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা
বাজার বসাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এখন বিষে থাকি মা গো বিষের বোঝা নিয়ে
বেড়াই॥

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের
বড়াই ॥ (৫৯)

রাগ ভৈরবী—আড়া।

হৃৎ কমল মঞ্চে দোলে করাল বদনী (শ্যামা)।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওমা) ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে বাঁধা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা) ॥
আবির রুধির তায়,
কি শোভা হয়েছে পায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি (ওমা) ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল,
সে পেয়েছে মায়ের কোল।
শ্রীরামপ্রসাদের এই, ঢোল মারা বাণী (ওমা) ॥*(৬০)

---

* দোলের সময়ে শোভাবাজারের খ্যাতনামা রাজা নবকৃষ্ণের অনুরোধক্রমে এই গানটী রামপ্রসাদ রচনা করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি।

বসন্ত বাহার—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান নামামৃত পান,
যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন,
সঙ্গের দোসর নহে কোন জন;
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন,
বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বল এক বার,
সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার;
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার,
সকলি অসার ভেবে দেখ না॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল,
দেখনা কালান্ত নিকটে এল;
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল,
দূরে যাবে কাল যম যন্ত্রণা॥ (৬১)

—

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখ্‌লি না মা তনয় ব'লে॥

দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা,
শিখেছিলে মা মায়ের স্থলে।

তোমার পিতা মাতা, যেম্নি দাতা,
তেম্নি দাতা (কি) আমায় হলে॥

ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার মা,
সে জন তোমার পদতলে।

ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত,
কেবল তুষ্ট বিল্বদলে॥

জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা কত দুঃখ আমায় দিলে!
রামপ্রসাদ বলে, এবার মলে,
ডাকব সর্ব্বনাশী বলে॥ (৬২)

জঙ্গলা—একতালা।

রসনে কালী কালী নাম রট রে!
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জট রে॥
কালী যার হৃদে জাগে,
তর্ক তাহার কোথা লাগে,
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজে দেখে ঘট পট রে॥
রসনাকে কর বশ,
শ্যামা নামামৃত রস,
(তুমি) গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বট রে॥
সুধাময় কালীর নাম,
কেবল কৈবল্য ধাম,
কয়ে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকট রে।
শ্রুতি রাখ তত্ত্ব গুণে,
অন্য নাম নাহি শুনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে কালী বলে কাল
কাট রে॥ (৬৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুঁড়ি
(ভব সংসার বাজারের মাঝে)
ঘুঁড়ি আশা বায়ু ভরে উড়ে,
বাঁধা তাহে মায়াদড়ী
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা,
কারিগরি বাড়াবাড়ি॥

বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি॥
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে,
হেসে দেও মা হাত চাপড়ি।
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে,
ঘুঁড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে,
পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥ (৬৪)

জঙ্গলা—একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মশির শিখায় বেঁধেছি,
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব তাই ভেবে আছি॥
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে,
যাত্রা করে বসে আছি॥ (৬৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তি রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে,
শিবযুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত,
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিলবে রতন ফলে ফলে॥ (৬৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত॥

ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
(ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী,
কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন "জাগরণে ভয়ং নাস্তি,"
হবেরে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন কররে মনের মত।
ওমন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ (৬৭)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণিনিধি, দেখিস্ নারে বসে বসে॥

মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে নিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধর্‌বে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া বাঁধরে যতনে কসে।
দ্বিজ রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয়চরণ পাবার
আশে॥ (৬৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
এক বার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাক জমকে কর্‌লে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুক'য়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা,
জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি,
কায কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥

আল চাল আর পাকা কলা,
কায কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্ত কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
কায কি রে তোর সে রোশনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে,
দেওনা জ্বলুক নিশি দিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি,
কায কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও বড় রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কায কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥ (৬৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।

আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।

ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিকারী ॥

জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।

ওমা বিনা দানে মথুরা পারে যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥

নাতোয়ানি কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।

ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হলে ভারি।

যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ

শারি ॥ (৭০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার কালী কুলাইব।

কালি ক'যে কালী বুঝে লব ॥

কালী ভেবে কালী হ'য়ে, কালী বলে কাল কাটাব।

আমি কালাকালে কালের মুখে,
কালী দিয়ে চলে যাব ॥
সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছ'টা বড় ঠ্যাটা,
সে কটাকে কেটে দিব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু,
কালী কালী বাত না ছাড়িব ॥ (৭১)

সোহিনী বাহার—একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা,
আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা কি ক্ষতি মোর।

হোক দিলে দিলে বাজি, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজি ভোর (গো)॥
এ মা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম,
মজুরি করিয়া তোর।
এবার মজুরি হল না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর (গো)।
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শুর।
শুধু স্থর করা সারা, তোর যে কুধারা
মোর যে বিপদ ঘোর (গো)॥
এ মা ঘোর মহানিশী, মনোযোগে জাগে,
কি কায তোর কঠোর।
আমার এ কুল ও কুল ছকুল মজিল,
সুধা না পেলে চকোর (গো)॥
এমা, আমি টানি কূলে, মনে প্রতিকূলে,
দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পোড়ে ছটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর (গো)॥ (৭২)

জঙ্গলা—একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেম্‌নি ধারা, তেম্‌নি তো দেখায়॥
যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
এ মা তুমি তো অন্তরে জাগো, সময় বুঝ্‌তে হয়॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটায় টেঁকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে বেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকনা রাম প্রসাদের আশায়॥(৭৩)

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে তারা বোলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবালাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥

বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি
মজিলাম॥ (৭৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পতিত পাবনী তারা।
কেবল তোমার নামটী সারা॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা॥
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড়ে ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হয়ে আছ, ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ভয়ায়, সয়, তয়, রয়, * সেইরূপ বর্ণ পারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥

---

* ভ্ স্র।

পাগল ব্যাটার কথায় মজে, এতকাল মলাম ভজে।
(আমি) দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর
আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দাও না ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার
ব্যাটা যারা।
বসাত ষোড়শ দলে, থাক আছ ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥(৭৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন ক'রনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে কৈলাসবাসী॥

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজ তলাসি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ওমা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চির বিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥

যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
এমা অনুজ ধানুকি সঙ্গে জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া
কাশী॥ (৭

জঙ্গলা—একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোক্‌সানি মহল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা যায় এই জমী।
তাই দ্বারে দ্বারে নালিশ করি দিতে হবে বেশী কমী॥
আমি মলে এ মহলে আর নাই হামি।
এখন ভাল না রাখ তো থাকুক রামরামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে লইল এ ভূমি।
কেবল কথা রবে, কোথা রব, কোথা রবে তুমি॥ (৭৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেন না আমারে শমন চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে
বোঝা।
ক্ষেমা [illegible] আছি বসে, নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ বাি[illegible]গা নদী সিকস্তি, তাতেও মহল আছে
তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে, যে পদে ও পদ পেয়েছ, জান না সে পদের
মজা॥ (৭৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তাঁহার জমী আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ আছে।
যে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্র বীজ বুনেছে॥

ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া এ দেহের চৌদিকে ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল
রক্ষক রয়েছে॥
দেখে শুনে ছটা বলদ, ঘর হতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের ধারে, পাপ তৃণ সব কেটে গেছে॥
প্রেমবারি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ॥

(৭৯)

পিলু বাহার—জং।

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়ের দরবারে রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সকার রে॥
আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাত কিরে।
(ওমা) দেওয়ান দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি
কথায় রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
মা গো তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কাণ নাই বুঝি মায় রে।

গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার রে॥ (৮০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

হয়েছি মা জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
করেছি জমিনদারী, নেচে উঠে ছ'টা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছ'টা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পুর হইতে দূর
করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছ'টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশা
নদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী দাদী॥
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
এরা তোমার পুত্তে, সতিন সুতে, জোর করে, কার
কাছে কাঁদি॥

প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারেবারে খুব চেতেছি, আর কি এবার
ফাঁদে পা দি॥ (৮১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥

তুমি পাষাণ-মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও
মা কাচ॥
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা
কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে
পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে
নাচ॥ (৮২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব
না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুল্‌ব না
গো॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশাবায়ু গ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুলব না গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব
না গো॥ (৮৩)

ললিত বিভাস—একতালা।

কেবল আসার আশা ভবে আসা মাত্র সার হল।
চিত্রের কমলে যেন মিছে ভৃঙ্গ ভুলে গেল॥
খেলব বলে ফাঁকি দিয়ে নামালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো আশা না পূরিল॥

নিম খাওয়ালে চিনি দিয়ে কথায় করে ছল।
ওমা মিঠার ভোলে তিক্তমুখে সারা দিনটা গেল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥

(৮৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননি শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে॥
থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয়পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে॥

গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিইতো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে॥

(৮৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমায় কৃপা দৃষ্টি পাদপদ্ম বাঁধা আছে হরের কাছে॥
ও চরণ উদ্ধারের মা আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে॥
যদি বল অমূল্য পদ মূল্য কি তার আছে।
(ওগো) প্রাণ দিয়ে শব হয়ে শিব বাঁধা রাখিয়াছে॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে, আমায় নিরংশী
করেছে॥ (৮৬)

মূলতান—একতালা।

জননি! পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে,
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয়ভয়চয় বারিণী॥
প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দায়া তারা,
ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীনা মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী॥
আগম নিগমাতীতা— খিল মাতাখিল পিতা,
পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি ত্রিবিধ কারিণী॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
[illegible]জানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিফল জানি॥ (৮৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পতিতপাবনী পরা, পরামৃত ফলদায়িনী।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী॥
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাঙ্কুর স্বগুণে মা নিস্তার কারিণী॥
কৃতপাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য,
তারারূপে তারয় মাং নিখিল জননি॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবের গৃহিণী॥ (৮৮)

জঙ্গলা—একতালা।

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদে ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফল দায়িনী॥

আনন্দ কাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম
যদি জপে দেহ অন্তে শিব ব'লে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তরাও ত্রিলোক তারিণী ॥ (৮৯)

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

কালীর নামে গণ্ডী * দিয়া আছি দাঁড়ায়ে।
শুনরে শমন তোরে কই, আমিত আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব স'য়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে হুলকো দিয়ে ॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে ॥
রামপ্রসাদ কয় যেন আমি শ্যামাগুণ গেয়ে।
ফাঁকি দিয়ে চলে যাব তোর চক্ষে ধূলা দিয়ে ॥ (৯০)

---

* রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ মণ্ডল।

ইমন্—একতালা।

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী তত্বরসি বিগলিতকেশী॥
জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হ'তে মণিকর্ণি ব'লে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে * তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্বমসি, †
ওরে তত্বমসির উপরে সেই মহেশ মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐ যে গলাতে লেগেছে আমার কালী নামের ফাঁসি॥

(৯১)

---

* উত্তরে বরুণাবতী দক্ষিণেতে অসি।
পূর্ব্বে গঙ্গা ভাগীরথী পশ্চিমেতে কাশী॥

† তৎ+ত্বং+অসি=তত্বমসি। "তুমি" জীবাত্মা, "সেই" পরমাত্মা 'অসি' হও। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

জঙ্গলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তূলা রাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে
ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥ (৯২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
'মপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥

(৯৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
(কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি)
কূপে পড়ে আপন খাবে॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ। ওরে
জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী নাম মহৌষধী, ভক্তি ভাবে পান বিধি।
ওরে পান কর পান কর আত্মারামের আত্মা হবে॥

মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া, ছাড়ি কল্পতরু ছায়া। ওরে
কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা এড়াইবে॥ (৯৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গা বাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণ তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কালী পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই রে,
বিমাতাকে মা বলিব॥ (৯৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মরলেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥

নিজে হই সরকারী মুটে,
মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি,
পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেও শুনে না,
দিন তো আমার গেল বেটে॥
যেমন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধর্ম্মে চাই মা,
কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা,
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যে ফেটে॥ (৯৬)

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, আবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥

আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ যেই।
মনরে ওরে, মিছেমিছে সার ভেবে,
সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা, আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে রে একটুক্॥
প্রাজ্ঞ, অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥ (৯৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
বলব এবার যারে তারে।

সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ,
হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে,
দেখা মাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ
মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়,
সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে,
চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি,
বাজে আপন গা'র উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে,
মার অভয় চরণের জোরে॥ (৯৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥

নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে; চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা,
আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে, হৃদি স্থলে, গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা॥ (৯৯)

জঙ্গলা—একতালা।

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ-ময়ী রাত্রি গতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল,
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করিলা শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়্দর্শনের সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা, মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরুশিষ্য নাস্তি পাঠ,
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্ব তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর,
আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ (১০০)

রামপ্রসাদী সুর— একতালা।

মন করো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হ'য়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়,
বনে গমন হেরে পাশা।
হ'য়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেঁইতো শিবের দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,
মন সুখের আশে বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, করো না এ কথায় গোসা॥
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, ক'রে পুরাইবে আশা॥
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,
এড়াবে না রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন কর্ম্মে কেন হও রে চাষা॥
ওরে মনের মতন কর যতন,
রতন পাবে অতি খাসা॥ (১০১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে ও মন ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী,
তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কসে মন,
কোথা রবে খুড়া জেঠা।
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসী ছেঁড়া চেটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে
জাবদা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ,
সঙ্গেতে যাবে না কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে,
ছাড়া রে সংসারের লেঠা॥ (১০২)

বিভাস—ঝাঁপ।

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর ॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর ॥ (১০৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার'পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা,
বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছ'টারে,
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥

নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর নামেতে নীলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি, *
তারে দিলি জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে,
কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী,
যেরূপে মা আমি হারি ॥
পলাইতে স্থান নাই মা,
বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ
তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥ (১০৪) †

* রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদিগের আদিপুরুষ।

† এই গীতটি রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কিম্বা রামপ্রসাদ সেনের নহে। ইহা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তির রচিত।

রামপ্রসাদীসুর—একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার॥
যোগে জনমিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে।
। তুমি খাও কি আমি খাই মা, দু'টার
একটা করে যাব॥

হাতে কালী মুখে কালী,
সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে,
সেই কালী তার মুখে দিব॥

খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥

যদি বল কালী খেলে,
কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে,
কালেরে কলা দেখাব॥

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব॥ * (১০৫)

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

ওমা! হর গো তারা মনের দুঃখ.
আর ত দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো,
জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে,
জন্মি বলে "ওঞা ওঞা॥" †

---

* বোধ হয় কোন সুরসিক এই সঙ্গীতের মধ্যে নিম্নের পদটী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি রাঢ় দেশবাসী হওয়াই সম্ভব, কারণ মুণ্ডের অম্বল তাঁহাদেরই প্রিয়।

"ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বার চড়াব।"

† ওনা, ওনা।

জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না॥
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
তবু রব মার চরণে, আরত ভবে জন্মিব না॥ (১০৬)

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যুশেষে,
ক'রে ছুদণ্ড কান্নাকাটা,
শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া।

ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে আট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ,
দোছোট বস্ত্র গায় দিবে,
চারকোণা মাঝখানে ছেঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা-তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥ (১০৭) *

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতি দিন হয় দিন যাওয়া ভার,
সারা দিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকব না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।

* এই গীত রামপ্রসাদের রচিত নহে।

কিন্তু এমন কল করেছ কালী,
বেঁধে রাখে মায়া পাশে॥
কালীর পদে মনের খেদে, দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাসে।
আমার সেই যে কালী, মনের কালী,
হলেম কালী তার বিষয় বশে॥ (১০৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি।
। পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা,
না পড়িলে ঠাঠার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্ম জনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে,
বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে,
কর রে চারি ফলের স্থিতি॥

প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শুন যুকতি।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি॥ (১০৯)

মুলতান—একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা,
ওরে ও মন কেন ভুল॥
কিঞ্চিৎ করো না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল॥
যা হবার তা হল ভাল, কাল গেল মন কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুল, ভব পারাবারে চল॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কেন মন ভুল।
ওরে কালী নাম অন্তরে জপ,
বেলা অবসান হইল॥ (১১০)

মূলতান—একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে। (১১১)

মূলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না,
রসনা! যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে
নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে।

সচেতনে থেক (মন রে আমার),
কালী ব'লে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥ (১১২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে,
মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্ম পাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর সেবার বেটে।
(ওরে) একে পঞ্চ ভূতের ভার,
আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, * হৃদি ভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝ নারে দুঃখ চেটে ॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়,
মিছে মলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম ক'রে,
ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥ (১১৩)

---

* ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, (সাংখ্যদর্শন।)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর বুদ্ধি একি!
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে,
তালাস করে বেড়াস, সেকি!!
ব্যাধের ছেলে পাখী মারে,
জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
(মন রে) ওঝার ছেলে গরু হ'লে,
গোসাপে তায় কাটে না কি॥
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করো না হেলা।
(মন রে) যখন বল্‌বে বাপ সাপ ধরিতে,
তখন হবি অধোমুখী॥ (১১৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।

আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা,
সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥ (১১৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥
(ওরে) ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী সুখে সাধ সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।
মন রে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥

কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে দিয়ে জল।
মন রে ওরে, সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
রে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তি ক্রমে কাঁচে যত্ন।
মন রে ওরে, শ্রীনাথদত্ত, কর তত্ত্ব,
কলের কপাট খোল না॥
জন্মিল নাতি, * বুড়া দাদা দিদী ঘাতী।
মন রে ওরে, জনন মরণাশৌচ,
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে।
মন রে ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে,
মরি কিবা বিবেচনা॥ (১১৬)

---

* মনের দুই পত্নী, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান অবিদ্যা (অজ্ঞান); নিবৃত্তির সন্তান বিদ্যা (জ্ঞা জ্ঞানের সন্তান প্রবোধ। প্রবোধ জন্মিলেই প্রবৃত্তির হয় (প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক দেখ)।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে,
বাদ দিয়ে তিন শূন্য ন
বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবীল বাকা।
তহবীল বাকী বড় ফাকি,
হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব বসি,
কালী তারা উমা শ্যামা॥ (১১৭)

মূলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ও তুই বা কে, তোর মনিব কেরে,
হলি কার নফর॥
হাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।

ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি,
কর্জ্জ জমা ধর (ওরে ও মন) ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটী সার।
ও রে মিছে কেন দারা সুতের,
বেগার খেটে মর (ওরে ও মন) ॥ (১১৮)

গাঢ়া ভৈরবী—ঠুংরী।

অপার সংসার নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ।
বিপদে তারিণী কর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ তরী রাখ এইবার ॥
বহিছে তোফান নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তার নাম,
তারা তব নাম সংসারের সার ॥

কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥ (১১৯)

জঙ্গলা—একতালা।

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥
সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয় মদ খাইলে॥
যন্ত্র * ভরা মন্ত্র শোঁড়া, অণ্ড † ভাসে যেই জলে ‡।

---

* যন্ত্র—মদের ভাণ্ড (বোতল)।
† অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড।
‡ জলে—কারণ বারি। পৌরাণিক মতে কারণ-সমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়াছিল।

সে যে অকূল তারণ, কূলের কারণ,
কূল ছেড় না পরের বোলে ॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে ॥
মাতাল হলে বেতাল * পাবে,
বৈতালী † করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে,
পতিত হবে কুল ছাড়িলে ॥ (১২০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥
সুরা পান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥

---

* বেতাল—শিব।
† বৈতালী—কালী।

খালি মদ খেলেই কি হয়,
লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ,
গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥ (১২১)

পিলু বাহার—খং।

ওরে সুরাপান করি নে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন মাতালে॥
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

---

(১২২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা,
আমি না করিলাম তোমার পূজা,
জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী,
যখন শমনে ধরিবে আসি,
ডাকব কালী কালী ব'লে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর ধর ব'লে,
কে ধ'রে তুলিবে কূলে॥ (১২৩)

জঙ্গলা—একতালা।

একবার ডাক রে কালীতারা ব'লে,
জোর ক'রে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥

কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী,
তার কাজ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে॥

ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা,
রামপ্রসাদের এই দশা,
দ্বি ভাব ভেবে মনে॥ (১২৪)

বসন্ত বাহার—আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ॥

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥

স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রা ভঙ্গ॥

অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কুপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥

এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ (১২৫)

মোহিনী—তাল একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি,
তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ,
যদি আস্তে পারি হ'রে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
তবে মানব দেহের দফা সারা,
বেঁধে নিবে কৈলাস-পুরে ॥
গুরু বাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
ভক্তিমান্ হরকে মেরে,
শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ (১২৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥
ওরে ধিক্ রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়েস্ পিঠা॥
নিরাকার সাকার ককার, কার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম,
ইহার পর আর আছে কিটা॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়,
কালে দিয়ে হাত তালীটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল,
স্রুব কর যন্ত্র বেটা॥
প্রসাদ বলে হৃদি-ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
(আমার) এ তনু দক্ষিণাকালীর,
দেবোত্তরের দাগা চিঠা॥ (১২৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
ড়ু বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলা ধূলি।
আমি কালীর নামে মার্‌ব বাড়ি,
ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি॥
ছয় জ[illegible]র [illegible]ণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি,
গলে দিলি কাঁথা ঝুলি॥ (১২৮)

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে মন চড়কি চড়ক ঘোর,
এ ঘোর সংসারে।
মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাঁহারে॥

ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী ধ্যামটা ঢালী,
বাজায় বারে বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চ'ড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে প'ড়ে
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্য রে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে ছের বাঁধ,
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা,
স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাক ফেলে মারে॥ (১২৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন,
মানবি কি না মানবি সেটা॥

শান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
ঘুচলনা আর সিদ্ধি ঘোঁটা॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা,
ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা॥
তার কটীতে কৌপীন মেলে না,
গায় ছাই আর মাথায় জটা॥
। মাগো, করলে আমায় লোহা পিটা।
ত‍বু কালী ব'লে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা * জুড়ে নাম রটেছে,
শ্রীরাম প্রসাদ কালীর বেটা।
এ যে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার,
ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥ (১৩০) †

---

* এক সময় বাঙ্গলা চাকলা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল।

† কমলাকান্তের এই গানটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রামপ্রসাদ নামে প্রচলিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল সামাল ডুবল তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা,
ভজলে না হর-সুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকীকিনি, করে ভরা কলে ভারী
সারা দিন কাটালে ঘাটে বসে,
সন্ধ্যা বেলা ধরলে পাড়ী॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষে
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে,
শ্রীনাথকে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়ে ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী,
এখন গুরুব্রহ্ম সার কর মন,
যিনি হন ভব কাণ্ডারী॥ (১৩১)

ঝঝলা—একতালা।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবে অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে॥

হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃবর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংসঃ হংসঃ * বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে অঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়,
ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥ (২৩২)

সোহিনী—একতালা।

দেখি মা কেমন ক'রে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা,
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব,
মাগো খোঁজে খোঁজ নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন,
তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥

---

* হং সঃ—শ্বাস প্রশ্বাস। গূঢ় অর্থ সোঽহং (আমি সেই)।

প্রসাদ বলে ফাঁকি জুকি,
মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা,
শিব হবে তোমার বাবা ॥ (১৩৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব কল্লে হয় না মা;
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,
এল পুত্র গেল কোথা॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতা মাতা।
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,
তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা,
নাম ধরো না জগন্মাতা॥ (১৩৪)

পিলু বাহার—যৎ।

তুই যারে কি করিবি শমন,
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন বেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদগারদে বসায়েছি॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী মায়ের পদে,
মি আমার প্রাণ সঁপেছি॥
এমনি রেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা,
দুনয়ন দ্বারোয়ান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্ব জ্বর হর লৌহ,
গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী ব'লে,
যাত্রা ক'রে বসে আছি॥ (১৩৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যম রাজারে,
আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হইতে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভাটা,
মুখ সামালে বলিস্ বেটা।
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে,
সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ (১৩৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।
(আমি) কালীর সুত, যমের দূত,
বলগে যা তোর যম রাজারে॥

---

* ভটা—ভট, দূত। ভাটা—ভাট, ভট, হরকরা।

সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি,
আমার হাজির জামিন ষড়ানন,
সাক্ষী আছে নন্দী বরে ॥
সনদ আমার উরস্ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে,
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ,
করেছেন দিগম্বরে ॥ (১৩৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ,
সে মোরে অভয় দিয়েছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাক্‌তে, কুশের পুতুল,
কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দিয়েছে ॥

শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়েছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে,
ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥ (১৩৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

যারে শমন যারে ফিরে।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচার কারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য,
পাপ নিয়ে যা, নিলাম করি॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা,
চলে যাব কৈলাস পুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি,
ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার দ্বারী॥ (১৩৯)

রাগিণী জঙ্গলা—তাল একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গানাম তরণী ক'রে, বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকী দারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে খেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, ক'রেছি বিক্রয়॥ (১৪০)

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে সব হারালি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, সমুদ্রে তরি ডুবালি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি,
মহাজনকে মজাইলি॥ (১৪১)

পিলু বাহার—যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির, মন কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে করে,
আহুতি দেই শ্যামা মারে॥ (১৪২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

বড়াই কর কিসে (গো মা)।
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে॥
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে॥

মাগীমিন্সে ঝগড়া ক'রে, র'তে নার বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে,
ফিরে দেশে দেশে ॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মা গো, আমার বাপের নাম লইলে,
বিরাজে কৈলাসে ॥ (১৪৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তারার তরী লাগ্‌লো ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয় রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে ॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের খেলা গেল সন্ধ্যা হল,
কি করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি,
ভবের মায়াবেড়ী কেটে ॥ (১৪৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার আমি কর্‌ব কৃষি।
ও গো এভব সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী॥
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার
ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥ (১৪৫)

জঙ্গলা—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে, জেগে থাক রে মন।
তুমি ঘুম যেও না রে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন

নব দ্বার ঘরে, সুখশয্যা ক'রে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিঁদ্, চোরে দিবে সিঁধ,
হ'রে লবে সব রতন ॥ (১৪৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় :
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, সে'টাকে তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর!
মনের মতন ফল পাবি॥ (১৪৭)

সিন্ধু—ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা॥
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরাম প্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহরা॥ (১৪৮)

জঙ্গলা—একতালা।

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখ নীরে, স্রোতের সেহলার মত॥

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে,
দেখে যাই জনমের মত ॥ (১৪৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জান না, মান না, শুন না, কথা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোব
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার
ওরে মায়া সূত্র, ভেদ সূত্র, তারে দূরে তাড়া
আত্মা রামের অন্ন ভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে,
ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥ (১৫০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে॥
আগে ভাঙ্গব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাষে, হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাব নৈরাশে॥
কর কি ল[illegible] রে সুধা, দুজনাতে মিলেমিশে।
—[illegible] নিশ্বাসে যেন, সূর্য্য তেজে সকল শোষে॥
[illegible]লে আমার কোষ্ঠী, শুদ্ধ তারারেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে,
খিল দিয়েছি বড় কসে॥ (১৫১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না॥

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি,
জেনেও কি মন তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার,
করতে চাও রে উপাসনা॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা॥

ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করবে পূজা,
মা ত আমার ঘুষ খাবে না॥ (১৫২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধন মদ, ভজ পদ কোকনদ।
কালের নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম।
অষ্টযামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই ক'রে হাঁক॥ (১৫৩)

পিলু বাহার—খং।

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালী ভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণা সিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু;
দেখালেন কালী পাদপদ্মে কল্প-গাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী;
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে॥

যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ ;
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালীকিঙ্করের জয় ;
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক্ পাছে॥ (১৫৪)

টোরি জায়েনপুরী—একতালা।

সময় তো থাক্‌বে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কোথা রব, কোথা রবে, মা গো জগতে কলঙ্ক রবে॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা! শিশিরে তার কি করিবে॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গা নাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে॥ (১৫৫)

টোরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোন্ রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে।

(ওরে শমন রে) আমি ছিলেম গৃহবাসী,
কেলে সর্ব্বনাশী, আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে ।
(ওরে শমন রে) ইহা ক'রে শ্রবণ,
রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়েছে ॥ (১৫৬)

পিলু বাহার—যৎ।
এ শরীরে কাজ কি রে ভাই,
দক্ষিণে প্রেমে না গেলে।
এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালী নাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা ভ্রমে রাত্রি দিবা,
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা, ইচ্ছা সুখে না দেখিলে ॥

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে,
আম্র কি কখন ফলে॥ (১৫৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলী বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি॥
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন, শিখবে তখন,
কর্ব্বে কালে পাপোষ বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
প'ড়ে চেরের কোটায়, মন টুটায়,
যে ভজে সে মত্ত গাঁজি॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি, লবে টানি,
কি করিবে ও বাবাজী॥ (১৫৮)

সোহিনী বাহার—একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরু চরণে,
পদে লুকাইব সুধা খাব,
যমের বাপের কি ধারধারি রে॥
মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয় চরণ,
কেমনে খরচ করি রে॥
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করি রে।
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধ'রে॥ (১৫৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে ভাল বাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা,
যাবে কোথাকারে॥

সংসার কেবল নাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে ॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাগ, বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদা শিবাগারে ॥
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে ॥ (১৬০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন জান কি ঘটবে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ ক'রে পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পোষেছ পাখী, আটক কর্‌বে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে ন'টা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছ'টা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥

প্রসাদ বলে মন জানো তো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা॥ (১৬১)

জঙ্গলা—একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটী কভু নাহি ভুলি।
আবার দু-আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত,
আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥ (১৬২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়য়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা,
নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব কর্‌ব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য, বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা,
ইচ্ছে হয় যে পলাই ছুটে।
যেন অন্তিম কালে, দুর্গা ব'লে,
প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ (১৬৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কাজ কি মা সামান্য ধনে॥
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলেন কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥ (১৬৪)

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি বা শতাব্দান্তে অবশ্য মরিতে হবে॥
ভব ঘোরে হ'য়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ,
যদি ভব পারে যাবে॥ (১৬৫)

খট-ভৈরবী—তাল পোস্তা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,
কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা।

কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ উড়ায় শাল দুশালা,
কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥ (১৬৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ,
তোমার পতিত তনয় ডুবল ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গা নামে কলঙ্ক রবে,
মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃপুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখ্‌লে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে,
স্মরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
জগজ্জনে আর নাহি লবে॥ (১৬৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে, পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বল্‌বে,
তার কি রে তোর ব'য়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা,
যা ভাল তাই করা ভাল॥ (১৬৮)

জঙ্গলা—একতালা।

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়া ভাংচে ঢেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি,
নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক ব'সে, ভবার্ণবে ভাসাইয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজায়ে যাবে,
ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥ (১৬৯)

জঙ্গলা—একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূরে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন,
ভব রোগে মুক্ত হবা॥ (১৭০)

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করাল বদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্ম বনে হংসী রূপে, আনন্দ রসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না (১৭১)

জঙ্গলা—একতালা।

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁহার চরণে লোটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ (১৭২)

গাড়া ভৈরবী—খং।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
ভুল না রে শ্যামার চরণ, বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥
দিন দুই তিনের জন্ত ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে,
কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্ত মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ॥

শ্রীরাম প্রসাদ বলে, শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাকবি কালী কালী ব'লে,
কি করিতে পারবে কালে॥ (১৭৩)

খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন,
বদন ভ'রে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী,
এসেন কি না এসেন দেখি রে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, তার একটা ভাবনা কি রে।
তবে তারা নামের কবচ মালা,
বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে অন্ত,
আমি অন্ত পাব কিরে॥ (১৭৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্ব দলের দল-পতি,
সহস্র দলে করে স্থিতি॥
নেঙ্গটা বেশে শক্র নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন,
নাথের বুকে মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানে ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন,
হবে তোমার শুদ্ধ মতি॥ (১৭৫)

জঙ্গলা—একতালা।

(মাগো) আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়,
জেনেছি তোমার চাতুরী॥

কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না
খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে,
দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরি॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছি মনেরি আঁখিঠারি।
ও মা তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি পোড়া,
মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি॥ (১৭৬)

মূলতান—একতালা।

জাল ফেলে (জেলে) রয়েছে বসে।
(ভবে আমার কি হইবে গো মা॥)
অগাধ জলে মীনের ঘর, জাল ফেলেছে ভুবন ভিতর।
যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাহি কোন কালে,
পালাবি কোথায় ঘেরেছে জালে।
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক,
শমন দমন ক'রবে সে॥ (১৭৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভাব কি ? ভেবে পরাণ গেল।

যাঁর নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,

তাঁর কেন কাল রূপ হল॥

কালরূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল।

যাঁকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয়পদ্ম করে আলো॥

রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল।

ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,

অন্যরূপ লাগে না ভাল॥

প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।

না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়া

তায় লিপ্ত হল॥ (১৭৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

শমন আসার পথ ঘুচেছে,

আমার মনের সন্দ' দূরে গেছে।

(ওরে) আমার ঘরের নবদ্বারে,

চারি শিব চৌকি রয়েছে॥

এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে,
তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥
মূলাধার স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরু মাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকি আছে॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা,
হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে॥ (১৭৯)

জঙ্গলা—খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥

সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা)॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া,
নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)॥ (১৮০)

ভৈরবী—একতালা।

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না,
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তাহে দেয় নানা দুখ;
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস,
জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস;

পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কতকাল ॥ (১৮১)

খাম্বাজ—একতালা।

যদি ডুবল না, ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হালি ছেড় না ভরসা বাঁধ পারিবি যেতে বেয়ে॥
মন! চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজি করের মেয়ে॥
মন! শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেও রে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালী নামের যাও রে সারি গেয়ে॥

(১৮২)

জয়জয়ন্তী—একতালা।

এ সংসারে কারে ডরি, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দি (মা)।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥

নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট বাটা (মা)।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি॥

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ (মা)।
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারি॥ (১৮৩)

গৌরী—একতালা।

জগত জননী তুমি গো মা তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত ছাড়া গো মা তারা॥

দিবা অবসানে রজনী কালে,
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে।
মম জীর্ণ তরী, মা আছে কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা,
মা হ'য়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে,
মা হ'য়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥ (১৮৪)

খাম্বাজ—আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশান বাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যারে,
না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ প্রসাদের প্রণতি,
চরণতলে রেখ রে॥ (১৮৫)

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালী নাম জপিবার তরে,
তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে মন।
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ,
একবার শ্যামা বল দেখি॥ (১৮৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কত দিনে কাটিবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥

প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে,
পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥ (১৮৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত,
যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল,
কর্ম্মজের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী, তরব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে,
কেবল কালী নাম ভরসা আছে॥ (১৮৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
(ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥)
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা।
দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥
রংয়ের বেলায় রংয়ের কড়ি, সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক,
মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেইরূপে মন মজে আছ।
যখন সেরূপে বিরূপ হইবে,
সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥ (১৮৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায়, সারথি তায়,
রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥

ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-সিন্ধু নড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ,
মন উচাটন করো নারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন, এইত সময়, মিছে কাল যায়,
যত ডাকৃতে পার দু অক্ষরে॥ (১৯০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব তরী কারণ জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভব নদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার কেহবা হারালো মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ-ব্যোম,
বোঝাই আছে নায়ের ঠোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায়
পা দে ডুবিয়ে দিলে॥

পাঁচ জিনিষ নে' ব্যবসা করা,
পাঁচে ডেকে' পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে,
কি হবে তাই প্রসাদ বলে॥ (১৯১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত॥
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ও মা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়ে ভব সংসারে, দুঃখ পেলাম যথোচিত।
ওমা যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয়গো মনের মত॥
চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে মুখের তিত।
কেন ভিবক প্রসাদ, মনে বিষাদ,
হয়ে কালীর শরণাগত॥ (১৯২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা ॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা,
তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়,
ঢাকা মুখ তাই (মন) খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমানভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না ॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে,
ডাকলে আর চেতন পাবে না॥ (১৯৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

শমন রে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামে গণ্ডী দিয়ে ॥

শিব-হৃদে শ্যামা পদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ, যে করে স্মরণ,
কি করে তার মরণ ভয়ে॥ (১৯৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্চ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্ম সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে।
মায়াসূত্রে বেঁধে জীব,
ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে (১৯৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে॥
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর,
বুঝে লওরে ঠারে ঠোরে॥ (১৯৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো আমার খেলা হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী॥
ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা,
কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল॥

প্রসাদ বলে বৃদ্ধ কালে, অশক্তি কি করি বল,
ও মা শক্তি রূপা ভক্তি দিয়ে,
মুক্তি জলে টেনে ফেল॥ (১৯৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমি নই পলাতক আসামী।
ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে,
আসল কসে সারা জমি॥
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা,
কবচ রাখি সাল তামামি॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী, নাইকো কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধু মাঝে,
ডুবেও পদে হব হামি॥ (১৯৮)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোরে তাই আমি বলি।
এবার ভাল খেলা খেলায়ে গেলি॥

প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই বলে ভুলায়ে ভা'য়ে,
শমনেরে সঁপে দিলি॥

গুরুদত্ত মহা সুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র,
কতকগুলো গালাগালি॥

যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মিজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে,
আমি নই বাগানের মালী॥

প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জান না কি হৃদে গেঁথে,
রেখেছি দক্ষিণা কালী॥ (১৯৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তাই কালোরূপ ভাল বাসি।
জগ মন্মোহিনী মা এলোকেশী ॥

কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব-ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব,
কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণে ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী,
বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥

যত গুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়েসী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর,
বিরাজে পূর্ণিমা শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক,
মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি ॥ (২০০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালী অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি॥

ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে,
সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি॥

তারা নাম সারাৎসার, আত্ম শিথায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে,
দুর্গা নামের কাছ করেছি॥

প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এ কথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল,
যাত্রা ক'রে বসে আছি॥ (২০১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা॥

যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা,
সুখের ভাগী কেবল তারা॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে,
সার হলো গো দুঃখের ভরা॥
রাম প্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন,
ছ'জনেতে কল্লে সারা॥ (২০২)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর তোমায় ডাকব না কালী।
তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলে একটা বৃত্তি, তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে,
মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা,
লাভে মূলে ডুবাইলি॥ (২০৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥*
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বাইতে নারি, ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু,
এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি॥
এনে ছিলে বসে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন,
তখন তহবিল হবে হারি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর,
আপন ঘরে যায় রে চুরি॥ (২০৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাকরে, ওরে ও মন,
তিনি ভবপারের তরী॥

কালী নামটী বড় মিঠা, বলরে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা,
তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে, কালী ব'লে যাব তরি।
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে,
তরাবেন এ ভব বারি॥ (২০৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী।
ব'সে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাস্‌চে বদনে, নয়ন কোণে,
নির্গত হয় সৌদামিনী॥
এ জনমে এমন কন্তে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে,
ষোড়শী নবযৌবনী॥ (২০৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের চরণ তলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব ॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা ক'রে,
উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥
াদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে,
চরণ তলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥ (২০৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে, মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে ॥
মায়াভরে, এ সংসারে,
কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে,
যেম্নি দেখে তেম্নি করে ॥

পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্ ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে, যায় গো জ্বালা,
যদি অনুগ্রহ করে॥ (২০৮)

সিন্ধু কাফি—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা,
পরের কথায় কি হয় তারে॥
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে
পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনে ভ
যখন দিনে নিরাই করে, শিকারী সব রয় না ঘরে
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে
চাসা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে প'চে মরে।
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥

(২০৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ॥

কারে দিলে ধন জন মা! হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো তারা কি তোর্ বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর্ কেহ নই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মা গো, আমি কি তোর পাকা থেতে দিয়াছিলাম মই॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি,
শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥ (২১০)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসনভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মসানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥ (২১১)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ডাক্‌রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলোনা মন সময় কালে॥
এ সব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পার্‌বে না ছাড়াইয়ে যাইতে,
কাল ফাঁসি লাগ্‌বে গলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে।
ওরে এখন যদি না ভজিলে,
আমসী খাবে আম ফুরালে॥ (২১২)

খট্‌-ভৈরবী—পোস্তা।

তোমার সাথী কেরে ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
বারে যা গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥

প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চলরে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁত,
যোগে লেগেছে রে॥ (২১৩)

মুলতান—একতালা।

মন আমার যেতে পায় গো, আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন, কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখ জলে গঙ্গা, মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অন্তিযুক্ত পুরী গমনে॥ (২১৪)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পূরল নাকো মনের আশা।

আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম, সুখের আর কিবে ভরসা।

আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনে দিশা।

আমি অভয় পদে শরণ নিয়ে,

ঘটল আমার উল্টা দশা॥ (২১৫)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে।

ওমা মা বিনে দুঃখ বল্‌ব কাকে॥

এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে।

ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী,

তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥

সে কি তোমার সাধের ছেলে মা,

রাখলে যাকে পরম সুখে।

ওমা আমি কত অপরাধী, লুন মিলে না আমার শাকে॥

ডেকে ডেকে কোলে লয়ে,
পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা মায়ের মত কাজ করেছ,
ঘোষিবে জগতের লোকে। (২১৬)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালী নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥ (২১৭)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইকো সীমা।
তাঁহার মহিমা আপনি মাত্র,
জেনেছেন শিব শঙ্করে॥

আমার মায়ের নাম গান করি,
কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাসপুরী, দেখাও এবার মা আমারে॥ (২১৮)

পিলু বাহার—যৎ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল;
(গ্রহণে কালীর নাম)।
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়,
কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল॥
কালী ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি,
শিবশিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল।
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গাযমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণীতটে আপন নিকটে দিও স্থল॥ (২১৯)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পূরাও মনোবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি।
আমায় হবে কি না হবে দয়া,
ব'লে দে মা ঠিক ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে।
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে,
এ বাসনা কেহ জানে না॥ (২২০)

মৃত্যুর প্রাক্কালের সঙ্গীত।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি,
কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি;

কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য,
মান্য ক'রে সব খোয়ালে॥
এক ঘরে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে ঝুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,
যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই,
হবি রে তাই নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥ (২২১)

মূলতানী—একতালা।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে,
কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে,
ভবার্ণবে গো॥ (২২২)

মুলতানী—একতালা।

কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এতনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল,
কাল ঝবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥ (২২৩)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে,
তেম্নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি;
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই;
মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটুলে পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়;
মাগো ওমা, আমার দফা হলো রফা,
দক্ষিণা হয়েছে॥ (২২৪)

ষট্‌চক্র বর্ণন।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী।

মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে, ব, ল, অন্তে, ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী॥
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষট্ কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কামিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করী সাকিনী॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥ (২২৫)

ষট্‌চক্র ভেদ।

বিভাস—একতালা।

তারা আছ গো অন্তরে, মা আছ গো অন্তরে।
মূল কুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা॥

এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণ রূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।

ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হ্রৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণ যুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদে ভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব, শিব কর তারে ॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসী রূপে মিল হংস বরে ॥
চারি ছয় দশ বার, যোড়শ দ্বিদল আর,
দশশত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, প্রসাদের শুনি কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ (২২৬)

শব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয় বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, কঙ্কাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥ (২২৭)

সমর বিষয়ক।

রামকেলী—আড়া।

ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে কে আসে।
গলিত চিকুর আসব আবেশে॥
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে।
নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে,
বামার কিরূপ ছটারে, কিরূপ ঘটারে,
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে॥
কেরে কালী শরীরে, শোভিছে রুধিরে,
কিংশুক ভাসে যমুনা সলিলে।
কেরে নীল কমল, শ্রীমুখ মণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশে॥

দিতি সুতচয়, সবার হৃদয়,
থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
কর রণশ্রম দূর, চল চল নিজ পুর,
নিবেদিছে রামপ্রসাদ দাসে। (২২৮)

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজবিরহিতা,
ভুবন মোহিতা, একি অনুচিতা, কুলের কামিনী॥
কুঞ্জর-বর গতি আসবে আবেশ,
লোলিত রসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ,
হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী॥
কেরে নব নীল কমলকলিকা বলি,
অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত,
পূর্ণশশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীল কমল, ও কহে চাঁদ,

দোহে দোহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত,
রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নর-কর ছড়া,
কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে।
করতলস্থল, নিরমল অতিশয়,
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর,
করী কুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ড হার, সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে,
মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে,
দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ (২২৯)

খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী,
রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ নাহি বাসিছে,
নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর রণে মগনা, হয়েছে নগনা,
পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
ঢলিয়া ঢলিয়া, যাইছে চলিয়া,
ধররে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ॥
কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগদশে।
কি করি রণেরে, হয়েছে মনেরে,
প্রসাদ ভণেরে চল কৈলাসে ॥ (২৩০)

খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ।
বসনবিহীনা কেরে সমরে॥
মদন মথন উরসি রূপসী,
হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জন-মনোহরা শমন-সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
অস্ত্রে শস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন-নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে,
সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপা লেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥ (২৩১)

ইমন্ কল্যাণ—একতালা।

কে রে কাল কামিনী। বাস পরিহারিণী॥
চরণ তরুণ অরুণ নিকর,
নখর নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
ঊরু তরু রম্ভা নাভি সরোবর,
নৃকর কটিতে কিঙ্কিণী॥

পীযূষ পূর্ণিত পীন পয়োধর,
পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়,
বামা নর মুণ্ড মালিনী ॥
তড়িত জিনি হাস্ত কমলবদন,
খঞ্জন গঞ্জিনী যুগল নয়ন ॥
ইনু শিশু শব সুশোভিত কর্ণে,
বামা আধ শশী ভালিনী ॥
আহা কিবা কান্তি এলোকুন্তলে,
কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদ জলে,
শোভে যেন নীল নলিনী ॥ (২৩২)

খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কাম রিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী,
কুবলয় দল তনু শ্যামা ॥

বিবসনা ও তরণী, কেশ পড়িছে ধরণী,
সমর নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥ (২৩৩)

খাম্বাজ—ধিমা তেতালা।

চল চল জলদ বরণী এ কার রমণী রে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল,
সতত ঝলকে কিরণ।
একি! চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী!
সম্বরণ কর রণ॥
মগনা রণ মদে, সচলা ধরা পদে,
চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত,
প্রলয়ের এই কি কারণ॥
রামপ্রসাদ ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে,
চিত্ত মে মত্ত বারণ।

সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,
কদাচ না মানে বারণ ॥ (২৩৪)

বিভাস—ধিমা তেতালা।

মরি! ও রমণী কি রণ করে!
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সারথি তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥
আতঙ্গে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গ পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপ ছটা, ভেদে করে ব্রহ্ম কটা,
প্রবল দনুজ ঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥

সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা, চল কৈলাসে॥ (২৩৫)

বিভাস—ধিমা তেতালা।

অকলঙ্ক শশী মুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু নিরখি, অতনু চমকে।
ভাব না বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুর ধারা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর-কর ঝলকে॥
বামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নথ কুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা, ভয় করে হে॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা ব'লেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥ (২৩৬)

বিভাস—ধিমা তেতালা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া, ব্রীড়াগতা, শবে॥
গদ-গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায় হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ, কোথায় রবে॥ (২৩৭)

মল্লার—খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমনাশা বামা কে?
ঘোর ঘটা, কান্তি ছটা, ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে।
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা, কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আশু টলে, বাহুবলে দৈত্য দলে,
ডাকে শিবা কব কিবা, দিবা নিশী করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্য হীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে,
কি প্রমাদে ঠেকেছে॥ (২৩৮)

মল্লার—খয়রা।

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোণিত শোভিত ধারা, মেঘে সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী॥
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।

শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকত জনে, দিবস রজনী ॥ (২৩৯)

মল্লার—খয়রা।

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রস রঙ্গিণী,
হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হত রিপু সমা॥
ভৈরব ভূত, প্রমথগণ, ঘন রবে, রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম বম্ বাজা গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥
ভব ভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন,
মুক্তি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥ (২৪০)

খাম্বাজ—তিওট।

চিক্কণ কাল রূপা সুন্দরী,
ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল,
হিমকর নিকর রাজিত নখরে॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চয় চঞ্চল,
লঘু গতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসন হীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণ-হর, বরষিত শর খর,
কত কত শত শত রে॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি,
ভাবিয়া নয়ন ঝরে।
ওপদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু,
মামক মানস আশ ধরে॥ (২৪১)

ঝিঝিট—আড়া।

শ্যামা বামা কে?

তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী কে?
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কায, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথ রথী গজরাজী বয়ানে পূরে।
যম দল প্রবল, সকল হত বল,
চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু হৃদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর,
ঐ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু,
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলরতি কবি রাম প্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ, জননী কালিকে॥ (২৪২)